Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম রিলেশনশিপ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাতেমা তুজ জোহরা

রোলঃ 228020173

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম রিলেশনশিপ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাতেমা তুজ জোহরা

রোলঃ 228020173

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম রিলেশনশিপ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফাতেমা তুজ জোহরা, আইডিঃ 228020173 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম রিলেশনশিপ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

ফাতেমা তুজ জোহরা

আইডিঃ 228020173

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভুমিকা:..5

মোহ:..7

হারাম রিলেশনশিপের ইতিহাস (ভ্যালেন্টাইন ডে):...9

বাংলাদেশে ভ্যালেন্টাইন্স ডে বিস্তার:..10

অশ্লীলতার ফাঁদ (বারসিসা):...11

প্রেম ভালোবাসার বিস্তার:..14

ধারের কাছেও যেয়ো না:...26

হারাম রিলেশনের কুফল:..27

আল্লাহর অবাধ্য মানে ধ্বংস:..32

যিনার শাস্তি:..37

সত্যিই যদি ফিরতে চান:...38

শেষকথা: 60

তথ্য সংগ্রহকারী বইগুলো..63

ভুমিকা:

আল্লাহ তায়ালা আমাদের এত ভালোবাসেন তিনি চান আমরা যেন সকল অনিষ্ট ও অপবিত্র পথ থেকে পবিত্র থাকি উওম চরিত্রের অধিকার হয়।যাতে জান্নাত আমাদের জন্য সহজ হয়।হাদীসে আছে -

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ اللَّيْثِ الْكُوفِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلاَةِ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

আবুদ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -কে বলতে শুনেছিঃ সচ্চরিত্র ও সদাচারই দাঁড়িপাল্লায় মধ্যে সবচাইতে ভারী হবে। সচ্চরিত্র ও সদাচারি ব্যক্তি তার সদাচার ও চারিত্রিক মাধুর্য দ্বারা অবশ্যই রোযাদার ও নামাযীর পর্যায়ে পৌছে যায়। (তীরমিযী, হাদীস নং ২০০২)

কিন্তু শয়তান চায় আমরা জাহান্নামে যায়।তাই সে বিভিন্ন ফাঁদ তৈরি করে আমাদের ধ্বংসের জন্য।তার মাঝে সব থেকে ভয়ংকর ফাঁদ 'হারাম রিলেশনশিপ'।যুবক যুবতিকে খুব সহজে এই ফাঁদে পা দেন।এই ফাঁদের মাধ্যমে শয়তান মানবজাতিকে অনেক ফেতনায় জড়িয়ে ফেলেন।ফলে অনেকে ফেতনায় আকৃষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে জাহান্নামের দিকে এগিয়ে যায় সে বুঝতে পারে না সে ধ্বংস হতে যাচ্ছে।

হারাম রিলেশনশিপ: ছেলে মেয়ের অবৈধ ভালোবাসা বোঝাতে প্রেম শব্দটা ব্যবহার হয়।এটার নাম প্রেম নয়।এর আসল নাম হল যিনা।হারাম রিলেশনশিপ বা প্রেমের আসল নাম হলো যিনা ব্যভিচার।শয়তানের প্ররোচনায় আমরা মনে করে থাকি শুধু ফিজিক্যাল রিলেশনে জড়ালেই বুঝি যিনা হয়।না ভুল ধারণা।লজ্জাস্থানের ব্যবহার হল যিনার সর্বোচ্চ পর্যায়ে।এর বাইরেও যিনার প্রকার আছে।চোখ,কান,মুখ হৃদয় প্রতিটি অঙ্গের জন্য রয়েছে আল্লাহতায়ালার আলাদা আলাদা বিধান।নবী করীম (ﷺ) বলেন:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَى مُدْرِكٌ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ " .

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ)-এর সনদে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেছেন, আদম সন্তানের উপর ব্যভিচারের যে অংশ লিখিত রয়েছে তা অবশ্যই সে প্রাপ্ত হবে। নিঃসন্দেহে দু'চোখের ব্যভিচার হলো তাকানো, দু'কানের ব্যভিচার হলো শোনা, জিহ্বার ব্যভিচার হলো কথোপকথন করা, হাতের ব্যভিচার হলো শক্ত করে ধরা, পায়ের ব্যভিচার হলো হেঁটে যাওয়া, হৃদয়ের ব্যভিচার হচ্ছে কামনা-বাসনা করা। আর লজ্জাস্থান তা সত্যায়িত করে বা মিথ্যা সাব্যস্ত করে। (বুখারী, হাদীস নং ৬৬১২)

নন মাহরামের দিকে তাকানো হল চোখের যিনা।তাদের সাথে খোশ গল্প করা হলো মুখের যিনা।তাদের স্পর্শ করা হলো হাতের যিনা।তাদের নিয়ে কল্পনায় স্বপ্ন বোনা অন্তরের যিনা। লজ্জাস্থান কেবল সঙ্গমের কাজটি করে থাকে।এর আগে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয় শরীরের বাদবাকি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।সেই জন্যে ওই সব অঙ্গের জন্যও রয়েছে আলাদা আলাদা যিনার বিধান। আজকাল এসব যিনার পাপকে মানুষ পাপে মনে করে না।তাদের কাছে ব্যভিচারের সংজ্ঞা হলো সম্মতি ছাড়া শারীরিক সম্পর্ক।এছাড়া আর কোন কিছুকে তারা যিনা বলতে নারাজ।তাইতো জাস্ট ফ্রেন্ড নাম দিয়ে ছেলেমেয়েরা দেদারছে মাখামাখি করে বিপরীত লিঙ্গের সাথে।নারী-পুরুষ মিলে একসাথে ট্যুরে যায় দূর দূরান্তে।রিসোর্ট একসাথে রাত কাটে বন্ধু বান্ধবীরা।দলবেঁধে ক্যাম্পাসে আড্ডায় মেতে উঠে সহপাঠীরা এগুলো সবই যিনা।প্রেম-ভালোবাসার সবটাই অপবিত্রতা দিয়ে ছাওয়া।

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

তিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করেছেন এবং অপবিত্র বস্তু হারাম করেছেন। সূরা আরাফ ৫:১৫৭

আল্লাহ যা হারাম করেছেন প্রতিটি জিনিসই অপবিত্র।এগুলোকে গ্লোরিফাই করা কোন মুমিনের কাজ নয়।

মোহ

ডক্টর লরেন্স একজন মনোবিজ্ঞানী বলেছেন, আকর্ষণ হল কোন কিছু না জেনে তার প্রতি আকর্ষণবোধ হওয়া,মুগ্ধতা অনুভূত হওয়া এই আকর্ষণটি পুরোপুরি হয় শারীরিক আকর্ষণ।

গ্রেস একজন লাইসেন্স করা হেল্থ কাউন্সিলোর তিনি বলেন, কারো সাথে দেখা হওয়ার পর দ্রুত মোহ সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে।প্রথমবারের মতন দেখা হলেও।

তথ্য: infatuation vs love. Mindbodygreen.com

বিশেষজ্ঞরা বলেন মোহ হল,

★তুমি তার কথা সব সময় ভাববে,তার প্রতি আসক্ত হবে,তার সাথে কোন ইন্টারেকশন হয়নি কথাবার্তা হয়নি তারপরও আকর্ষণ বোধ করবে।

★তুমি মনে করবে রূপে গুণে চরিত্রে সে একদম পারফেক্ট,তোমার জন্য পারফেক্ট ম্যাচ,তোমার আদর্শ জীবনসঙ্গী।

★তার এতটাই আকর্ষণবোধ করবে এই কারণে তার চরিত্র গুন জানার ব্যাপারে মনোযোগ দিতে পারো না।

★তার পাবলিক জীবন সম্পর্কে টুকটাক কিছু জানলো ব্যক্তিগত জীবনে সে কেমন তা নিয়ে তোমার তেমন কোন জানাশোনা নেই।তুমি যা জানো তা বেশিরভাগে তার পোশাক-আশাক,মানুষের সাথে তার আচরণ ইত্যাদি দেখে ধারণা করা অথচ সেগুলো বিশেষ কিছুই না।

★দূর থেকে তাকে নিয়ে ফ্যান্টাসি কর কোথাও ঘুরতে যাবে,কিভাবে খুশি করবে তাকে,হোক তোমাদের ভবিষ্যৎ কি হবে।

★ভুল ত্রুটি কোন কিছুই কেউ দেখিয়ে দিলে তুমি সেগুলোকে পাত্তা দাও না এগুলো তাকে নিয়ে তোমার ফ্যান্টাসির সাথে যায় না।

★তাকে মুগ্ধ করার জন্য তোমার চেষ্টা কোন কমতি থাকে না।

★তার প্রতি তুমি এতই দুর্বল হবে যে তুমি তার জন্য অস্থির হবে, ঠিক মতন খেতে পারবেনা ঘুমাতে পারবে না,কোন কাজ করতে পারবে না অল্পদিনের সম্পর্কে চূড়ান্ত রূপ নিয়ে নিবে,তোমার কাজকর্মে ভয়ঙ্কর ক্ষতি হবে।

তথ্য:infatuation vs love

ভালোবাসা আর মোহ: মোহ আর ভালোবাসার মধ্যে পার্থক্য আছে মোহ হল ফ্যান্টাসিতে বাঁচতে থাকা আর ভালোবাসা হলো তার প্রতি মায়া মমতা অন্তরঙ্গতা দায়বদ্ধতা একটি শক্তিশালী অনুভূতি।ভালোবাসা মানে নিরাপত্তা।

★মোহ হল তুমি তার সামনে সব সময় পারফেক্ট থাকা, তাকে মুগ্ধ করতে চাইবে,কথা বলতে চাইবে,তোমার পরিবারের কোনো দুর্বলতা থাকলে বা তোমার দুর্বলতা থাকলে লুকাতে চাইবে।সব দোষ লুকিয়ে তার সামনে পারফেক্টভাবে আসতে চাইবে ভয়ে থাকবে তোমার দোষ যেন না জেনে যায়। ভালোবাসা হলো তুমি তার সামনে নিরাপত্তাবোধ করবে,তার কাছে শান্তি পাবে, তার কাছে কিছু লুকাবে না,সে তোমার দোষ শক্তি সব জানবে,ভালোবাসাতে কিছুটা সময় দিলে হয় রাত জেগে গল্প করতে হয় না বা দামি দামি গিফট দিয়ে মুগ্ধ করার জন্য সারাদিন শেষ অতিবাহিত করতে হয় না।

★মোহে যদি তার দোষ ত্রুটি চোখের সামনে পড়ে তখন আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে।তখন সম্পর্কটা চালিয়ে নিতে চায় না।শারীরিক সম্পর্কের হয়ে গেলে আকর্ষণ আসতে আসতে কমে যায়।এক মানুষের সাথে বেশিদিন থাকতে ইচ্ছে করে না।আরো আকর্ষণীয় কাউকে পেলে চলে যায় প্রেমিক বা প্রেমিকা। কিন্তু ভালোবাসার ক্ষেত্রে দোষ ত্রুটি সব কিছুই জানে কিন্তু তারপরও তার প্রতি আকর্ষণ হারায় না।দুটি মানুষ নিয়ে বছরের পর বছর এমনকি বয়স্ক হয়ে যায় একি মানুষকে নিয়ে।ভালোবাসার মাঝে থাকে বন্ধুত্ব তাই দিনের পর দিন একই মানুষের সাথে জীবন কাটিয়ে দেয়, ভুলত্রুটি হলোও তা মানিয়ে নে।

★মোহ মানুষের জীবনের কে ধ্বংস করে দেয়,কষ্টে ভুগে যদি কোন কারণে কেউ একজন ছেড়ে চলে যায় বাকিজনের জীবন ধ্বংস হয়ে যায়,অনেকে আত্মহত্যা করে ফেলে।

কিন্তু ভালোবাসার ক্ষেত্রে এটি হয় না ভালোবাসা।জীবনে উন্নতি হতে সাহায্য করে,তার কষ্টটা বুঝে দূর করার চেষ্টা করে।

হারাম রিলেশনশিপের ইতিহাস (ভ্যালেন্টাইন ডে):

কে কবে এ দিবস চালু করেছিল,তা কেউ জানে না।খোদ পশ্চিমা বিশ্বও এটা নিয়ে পেরেশান।

The New York Times পত্রিকায় ভালেন্টাইন্স ডে নিয়ে একটি আর্টিকেল প্রকাশিত হয় যে, ক্যানসাস বিশ্ববিদ্যালয় প্রফেসর জ্যাক বি.এই দিবসটি নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছেন।১৯৮১ সালে St. Valentine, Chaucer and Spring in February আর্টিকেলে তিনি বলেন ১৪ শতকের কবি Geoffery Chaucer সর্বপ্রথম সেন্ট ভ্যালেন্টাইন কে নিয়ে লেখালেখি করেন।তার আগে ইউরোপের কেউই এই ধারণার সাথে পরিচিত ছিল না।এই যাজক কে কেন্দ্র করে প্রচলিত রোমান্টিক গল্প গানের কোন ইতিহাসের বৃত্তি নেই।ফ্যান ভ্যালেন্টাইন এর সাথে ১৪ ফেব্রুয়ারি কোন সম্পর্কই নেই।

তাহলে এই গল্প কেন বানানো হলো

সেটার উত্তরও দিয়েছেন প্রফেসর অরুচ ইউরোপীয়দের মনে হয়েছিল ভ্যালেন্টাইন্স নামটি বেশ ভালই শোনায়।একটা ধর্মীয় ফ্লেভার আছে এর মধ্যে।ফেব্রুয়ারি মাঝামাঝি সময়ে অন্যান্য যেসব ‘সেন্ট ডে’ পালন করা হতো সেগুলো ততটা রোম্যান্টিক না।যেমন সেন্ট স্কলাসস্টিকা,সেন্ট অষ্ট্রাবার্থা,সেন্ট ইউলেলিয়া ইত্যাদি।তাই নিজেদের অশ্লীল কার্যকলাপকে ধর্মীয় মোড়কে নর্মালাইজড করার জন্য দিবসটি চালু করা হয়।এর পেছনে যুক্ত করা হয় প্রণয়ের নানান উপাখ্যান।কিন্তু এগুলো শতভাগ বানোয়াট কাহিনী দিয়ে ভরপুর অনেকটা আমাদের দেশে প্রচলিত ইউসুফ জুলেখার মিথ্যা কাহিনীর মতো।প্রেমকে ধর্মীয় রূপে বৈধতা দেয়ার জন্য মূলত এসব গল্পের অবতারণা করা হয়।ঠিক একই কাজ করেছেন ইউরোপিয়ানরা।২০২১ সালে এক সাক্ষাৎকারে প্রফেসর অরুচ আফসোস করে বলেছিলেন আমার গবেষণা কোন

পার্থক্যই তৈরি করেনি।প্রতিবছর ভ্যালেন্টাইন্স ডে কে নিয়ে যেসব লেখা প্রকাশিত হয় তাতে একই মিথ্যার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে।

তথ্য:the Origins of Valentine's Day: Was it a Roman party Or to celebrate an execution, The New York Times February 14,2023.

বই:ভালোবাসা যিনা কারে কয়

বাংলাদেশে ভ্যালেন্টাইন্স ডে বিস্তার:

সাংবাদিক শফিক রেহমান দিবসটি বাংলা মূলকে আমদানি করেন।**১৯৮৬** সাল থেকে **১৯৯২** সাল পর্যন্ত এই ভদ্রলোক ছিলেন লন্ডনে।দেশে ফিরে **১৯৯৩** সালে এই যিনা দিবসটি তিনি পালন শুরু করেন প্রচার করা হয় শুধু ভ্যালেন্টাইন্স ডে নামে।পরবর্তী সময়ে এর নাম বদলে রাখা হয় ভালোবাসা দিবস।অথচ সবাই জানে এটা মোটেও ভালেন্টাইন্স ডে এর সঠিক তরজমা নয়।ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত যিনার কালচারকে সহজলভ্য করতে ছলচাতুরির আশ্রয় নেয়া হয়।শফিক রেহমান বিবিসি কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজে বলেছেন আমি বহুবচন লন্ডনে থাকার সুবাদে জানতাম এখানে কিভাবে ভ্যালেন্টাইনস ডে পালন করা হয়।কিন্তু বাংলাদেশে আমি এই নামের পরিবর্তে ভালোবাসা দিবস দিয়েছিলাম ইচ্ছে করে valentines day বললে অনেকে বলবে অনেকে বলবে এটা খ্রিষ্টানদের ব্যাপার,বলবে আমি এটা ধর্মীয় দিকে টেনে নিয়ে গেলাম।

যে দিবসটির কোন অস্তিত্ব পশ্চিমা গবেষকরা খুঁজে পাননি। সেটাকে ঘটা করে পালন করছে বাংগু প্রগতিশীলরা যিনা কালচারকে সহজলভ্য করার জন্য এখন জন্য 'ভ্যালেন্টাইন ফিলোসফি' দাঁড় করানো হয়েছে ঠিকভাবে পালন করা হচ্ছে।এই দিবস টি এর সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে পহেলা ফাল্গুন কে চক্রান্ত বছরে এই দিনটিতে অনেক প্রেমিকা নিজেকে সঁপে দিচ্ছে প্রেমিকের বেদিতে। রংয়ের শাড়ি পরে রিকশায় হুট উটিয়ে শুরু করছে যেনার কার্যক্রম।বুকিং

দিয়ে রাত কাটানোর খবর তো আছে।আর বছর ঘুরলেই রাস্তায় রাস্তায় পাওয়া যাচ্ছে নবজাতক শিশু ভালোই মেহনত করছে।তাই শফিক রহমান অবাক হয়ে বলেছিলেন এতটা যে হবে ভাবিনি!!

বই:ভালোবাসা যিনা কারে কয়

অশ্লীলতার ফাঁদ (বারসিসা):

বনি ইসরাইলের সময় বারসিসা নামের এক লোক ছিল।ধার্মিক হিসেবে তার খ্যাতি ছিল বেশ।গ্রামের লোকেরা তাকে খুব বিশ্বাস করত,শ্রদ্ধা করতো।বারসিসা গ্রামে তিন ভাই ও এক বোনের একটি পরিবার ছিল।এদের কোন পিতা মাতা না থাকাই বোনটি ছিল ভাইদের তত্ত্বাবধানে।একসময় যুদ্ধের ডাক এল ভাইয়েরা পড়ে গেলে চিন্তায় বোনকে তারা কিভাবে রেখে যাবে!কে করবে তার দেখাশোনা।গ্রামের লোকেরা তখন বলল চিন্তা করো না বারসিসা আছে তার কাছে রেখে যাও সে তো বিশ্বস্ত লোক।তোমার বোনের কোন ক্ষতি হবে না।

বারসিসা প্রথমে রাজী হয়নি সে বারবার ওজর দেখাচ্ছিল।শয়তান তখন নেক সুরতে ধোঁকা দিয়ে বলল- ভেবে দেখো,তারা যদি কোন খারাপ লোকের কাছে বোনকে রেখে যায় তখন কি হবে।কে রক্ষা করবে মেয়েটি সতীত্ব।বারসিসা বুঝতে পারেনি যে এটা শয়তানের চালাকি।মানুষের প্রতি দরদ এর কারণে মেয়েটিকে সাহায্য করতে সে রাজি ছিল।গির্জার বিপরীতে একটি ঘরে থাকা আশ্রয় দিল।রোজ রোজ গির্জার সামনে এসে খাবার রেখে আসতো আর মেয়েটির ঘর থেকে এসে খাবার নিয়ে যেতো।বারসিসা সাথে তার কখনো দেখা-সাক্ষাৎ হতো না।

কদিন যেতে না যেতে শয়তান নতুন ওয়াসওয়াসা দিতে লাগলো তুমি কেন মেয়েটির খাবার তার ঘরের সামনে রেখে আসো না।তুমি জানো না ওকে কত কষ্ট করে এত দূর পথ আসতে হয়।একটা মেয়েকে এভাবে কষ্ট দেয়া কি ঠিক বলো।বারসিসা ভাবলো কথা তো সত্য মেয়েটি ঘরের সামনে খাবার রেখে

আসলে দোষের কি আছে।এবার সে ঘরের সামনে খাবার রেখে আসতে শুরু করলো।

শয়তান দেখল ওষুধে কাজ হচ্ছে।এবার সে দিল নতুন চাল,তুমি কেন তার ঘরে খাবার দিয়ে আসো না।খাবার নেয়ার জন্য মেয়েটির যখন বের হয় তখন কি খাবার লোকের নজরে পড়ে না।কে জানে কোন শকুনের চোখে লেগে যায়।ওষুধ গেলার কারণে দ্বিতীয়টি সহজে পুশ করা সম্ভব হলো এবার মেয়েটির ঘরের মধ্যে খাবার দিয়ে আসতে শুরু করল।

শয়তান তখন পোস্ট করলে তৃতীয় টোপ, মেয়েটির সাথে তোমার কথা বলা উচিত।এভাবে সে কতদিন একলা থাকবে হাজার হোক সে তোমার মেহমান আর মেহমানকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ফেলে রাখা কি ঠিক।এভাবে একা থাকলে সে তো পাগল হয়ে যাবে।বারসিসা মেয়েটির কথা চিন্তা করে তার সাথে আড়াল থেকে কথা বলতে শুরু করল।

আস্তে আস্তে শয়তানে প্ররোচনায় তাদের মধ্যকার পর্দা উঠে গেল।কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে গড়ে উঠলো হারাম সম্পর্ক শয়তান তখন আসল টোপ ফেলল এর ফলে মেয়েটির সাথে যিনাই লিপ্ত হলো।অবৈধ সন্তান জন্ম নেয়ার পর শয়তান আবার আসলো এটা কি করলে বারসিসা তোমার প্রতি লোকদের বিশ্বাস কি এখন বহাল থাকবে।মেয়েটির ভাইয়েরা ফিরে আসলে কিন্তু তোমার আস্ত রাখবে না।বারসিসা তখন বাচ্চাটিকে খুন করে মেঝেতে পুতে রাখল।

এবার শয়তান বলল তুমি ঐ মহিলার কলিজার টুকরাকে হত্যা করেছো এ কথা কাউকে বলবেনা ভেবেছো। ঠিক সে ভাইদের কাছে সব খুলে বলবে তখন বুঝবে যিনার কত মজা।

বারসিসা বুঝে উঠতে পারছিল না এখন কি করবে দিশকুল না পেয়ে শেষমেষ মেয়েটিকে যে হত্যা করল।ভাইয়েরা ফিরে আসলো তাদেরকে একটা মিথ্যা কবর দেখিয়ে বলল তোমাদের বোন অসুখে মারা গেছে।ভাইরা তার কথা বিশ্বাস করে নিল।কিন্তু একদিন শয়তান তিন ভাইকে স্বপ্নে দেখালো যে বারসিসার হাতে তাদের বোন খুন হয়েছে আর তার লাশ ঐ ঘরের মেঝেতে

পুঁতে রাখা হয়েছে। ভাইয়েরা তখন স্বপ্ন যাচাই করার জন্য বারসিসার ঘরের মেঝে খুঁড়তে লাগলো কিছু দূর করতে বেরিয়ে এল তাদের বোন এবং বাচ্চার লাশ।তারা বারসিসা টেনে হিজড়ে নিয়ে গেল রাজার কাছে।সব শুনে রাজা তাকে কতল করার আদেশ দিলো।

শয়তান এসে বলল শুনো বার কিসে আমি হলাম শয়তান তোমার এই বেহাল দশা আমি করেছি আর আমি জানি এখন কিভাবে বাঁচতে পারবে তুমি যদি আমাকে সিজদা করো তাহলে আমি তোমাকে রক্ষা করব।বাঁচার জন্য মরিয়া হয়ে বারসিসা শয়তানকে সিজদা করলো কাফির হয়ে গেল।এবার শয়তান বলে উঠলো: আমি আল্লাহকে ভয় করি যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক এই বলে শয়তান সেখান থেকে পালিয়ে গেল।রাজার নির্দেশে বারসিসার শিরচ্ছেদ করা হলো।

শয়তান কিভাবে বারসিসাকে ঈমানহারা করেছিল।।এসেছিল বন্ধু বেশে।এরপর নেক সুরতে ধোঁকা দিয়ে ফাঁদে ফেলেছিল।তার মতো ধার্মিকে সে বাগে আনতে পেরেছিল কারণ যিনার টোপ গিলে ফেলেছিল বারসিসা।এই অশ্লীল হাতিয়ার দিয়েই বধ করেছিল ধর্মবভীরু লোকটাকে।

শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রতার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং অশ্লীল কাজের আদেশ দেয়। সূরা বাকারা, ২:২৬৮

وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنِ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِىْ قَلْبِه فَإِنْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُه وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتّٰى تَعْلُوَ قَلْبَه فَذٰلِكُمُ الرَّانُ الَّذِىْ ذَكَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ﴾رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মু’মিন বান্দা যখন গুনাহ করে তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। এরপর সে ব্যক্তি তাওবাহ্ করল ও ক্ষমা চাইল, তার অন্তর পরিষ্কার হয়ে গেল (কালিমুক্ত হলো), আর যদি গুনাহ বেশি হয় তাহলে কালো দাগও বেশি হয়। অবশেষে তা তার অন্তরকে ঢেকে ফেলে। এটা সেই মরিচা যার ব্যাপারে কুরআন মাজীদে আল্লাহ

তা'আলা বলেছেন, ''এটা কক্ষনো নয়, বরং তাদের অন্তরের উপর (গুনাহের) মরিচা লেগে গেছে, যা তারা প্রতিনিয়ত উপার্জন করেছে''- (সূরা আল মুতাফফিফীন ৮৩ : ১৪)। (আহমদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ; ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ)

প্রেম ভালোবাসার বিস্তার:

বাংলাদেশের অতীত সময় দেখা যেত কোন ঘরের ছেলে বা মেয়ে যদি পালিয়ে বিয়ে করতো তাহলে তাদের পরিবার লোক লজ্জায় গা ঢাকা দিত।যেসব ছেলে মেয়ের এমন কাজ করতো তাদের সাথে যোগাযোগ রাখতো না।কোন কোন গ্রামটা আরো বেশি সতর্ক ছিল তারা এই ধরনের পরিবার গুলোকে সমাজচ্যুত করে দিত।বিয়ের পরস্পর রাত্রিযাপন আরো জঘন্য কাজ বলে বিবেচিত হতো।যারা এটা করতো তাদের পরিবারসুদ্ধ আইসোলেড করে রাখা হতো যাতে ভবিষ্যতে অন্য কোন ঘরে ছেলে মেয়ে এ ধরনের কাজ করা দুঃসাহস না দেখায়।সামাজিক বিধি-বিদেশের ফলে সচরাচর কেউ তখন প্রেম করত না অনেক লুকোচাঁপা বজায় রাখত।তখনকার দিনে মুরুব্বীরা বিষয়টাকে খুবই সেনসিটিভ ভাবে দেখতো।খারাপ রিলেশনে কেউ জড়ালে যথাযথ ব্যবস্থা নিতেন।এমনকি পর পুরুষের সাথে তোলা কোন ছবি পেলে পিতা মাতা শাসন করতেন।

বর্তমান পরিস্থিতি কি ভয়াবহ তা বিস্তারিত লিখলাম।

পিতা মাতার প্রেমের ছাড়পত্র: এখন হারাম রিলেশন এতটাই সহজ হয়ে গেছে তার মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে পিতা-মাতা।এখন বাবা-মা তার ছেলেকে পুত্রবধূ খোঁজার নিয়তে প্রেমের ছাড়পত্র দিয়ে রাখে।প্রেমিকার যদি সুন্দর হয় তবে তো সাত খুন মাফ।রিলেশন বজায় রাখতে সাপোর্ট দিয়ে দেয় পুরো পরিবার।মেয়ের পরিবার আরো এক কাটি উপরে তারা বলে দে যদি ধরতে হয় তবে বড়লোকটাকে ধরবি!

অনেক বাবা এখন তার মেয়েকে বয়ফ্রেন্ডের হাতে শপে দিয়ে আসে দেখাশোনা করার জন্য এর মানে শিয়ালের কাছে মুরগি বর্গা দেয়ার মতন ঘটনা।

ফিল্ম মিডিয়ার সবকিছুতে যৌন প্রচার করা হয় আর এগুলো সহজে পিতা-মাতার সামনে সন্তানরা দেখে থাকে ফলে সহজে সন্তান পেয়ে যায় সম্মতি যিনা করার।

শারীরিক সম্পর্কে জড়ানো এখন খুব স্বাভাবিক ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে।এটা যেন প্রেমের অধিকার।ছেলে মেয়েরা রিলেশন করে এটা লোভে।কেউ সেঞ্চুরি,কেউ হাফ সেঞ্চুরি,কেউ টি-টোয়েন্টি কত রকম ম্যাচ যে এরা খেলে।অনেক পিতা-মাতা এক্ষেত্রে সাপোর্ট দিয়ে যায় তারা জানে যে সন্তান হারাম রিলেশনে জড়িত কিন্তু বাধা দেয় না।হারামজুটিকে একসাথে ঘোরাফেরা করতে দেখো তারা ঘাবড়ে যায় না।অনেক এডভান্স পিতা-মাতা তো বেডরুমে বন্ধুর সাথে মেয়েকে গল্প করতে দেখে ভুরু কুঁচকায় না।বরণ সাধুবাদ জানাই বাসায় এনে মেয়ের প্রেমিককে দাওয়াত খাওয়ায় এমন মডার্ন পিতা।

বিয়ের ক্ষেত্রে পিতা-মাতা পাত্র-পাত্রী বাছাবাচি করতে দেরি করে।ছেলে মেয়ে তাড়াতাড়ি যদি বিয়ে করতে চায় বলে আগে প্রতিষ্ঠিত হয়,ক্যারিয়ার দেখো তারপর বিয়ে।এই করতে করতে ছেলেমেয়েদের বয়স হয়ে যায় বা যাদের বিয়ে ফরজ হয়ে গেছে তারা করতে পারে না তখন তারা যিনায় লিপ্ত হয়।হতাশায় ভুগে।

সৌন্দর্য প্রদর্শন: তাবাররুক হল অপাত্রে সৌন্দর্য প্রদর্শন। কোন নারী কর্তৃক নিজের সৌন্দর্য প্রদর্শন করা।এমনভাবে শরীর প্রদর্শন করা যাতে পুরুষরা আকৃষ্ট হয়।নিজের স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের জন্য করা হলে তাবাররুজ।প্রদর্শনের ইচ্ছা ছাড়াও যদি নরমাহরামের সামনে বেপর্দা অবস্থায় যায় সেটিও তাবাররুজ।আকর্ষণীয় পর্দা বা বোরখা করে পরিধান করে নন মাহারাম সামনে গেলে সেটাও তাবাররুজ। এটি ভয়াবহ প্রকাশ্য পাপ।এতে নিজেও গুনাহগার হয় অন্যকেও গুনাহে লিপ্ত করে।টিকটক,ফেইজবুক,কাপেল ব্লগিং এগুলোর মাধ্যমে এসব ছড়িয়ে যাচ্ছে।মূলত বেপর্দার জন্যই ধর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।পরকীয়া সৃষ্টি হচ্ছে।

বই: সৌন্দর্য প্রদর্শন

বিশেষজ্ঞদের মতে ছেলেরা মেয়েদের সৌন্দর্যের থেকে শারীরিক সৌন্দর্যের দিকে গুরুত্ব বেশি দেয়।

তথ্য: why science says man go for women with hourglass figure, menshealth.com June 18 2019

গবেষণায় দেখা গেছে মেয়েরা লিপস্টিক দিলে ছেলেরা আরো বেশি আকৃষ্ট হয়

তথ্য:does red lipstick really actor man Gueguen,N 2012

গবেষণা আরো দেখা গেছে যে মেয়েরা খোলামেলা পোশাক পরলে ছেলেরা আরো আকর্ষিত হয় হারে আকর্ষণ ফিল করেন

Awasthi,B 2017 From attire to assault

ডা. শামসুল আরেফিন শক্তি বলেছেন মেয়েরা সুগন্ধি ব্যবহার করলে ছেলেরা অনেক আকর্ষণ বোধ করেন তাইতো ইসলাম আলাদাভাবে নিষেধ করেছে পুরুষদের পাশে দিয়ে সুগন্ধি ব্যবহার করে গমন না করতে।

বই:আকাশের ওপারে আকাশ

(أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

"যে মহিলা সুগন্ধি ব্যবহার করে লোকজনের নিকট দিয়ে গমন করার ফলে তারা তার ঘ্রাণ পেল সে মহিলা ব্যভিচারিণী।" (নাসাঈঃ হাদীস নং ৫০৩৬)

মিডিয়া: মিডিয়ার বেসিক সেলিব্রেটির এখন শয়তানের দায়িত্ব পালন করছে কাজই হলো সারাক্ষণ যৌন সুড়সুড়ি দেয়া নাটক,শর্ট ফিল্ম থেকে যৌনতা প্রচার করা হয়।ফুলিয়ে ফাসিয়ে এগুলো দেখে এখনকার জেনারেশন অভ্যস্ত।আমাদের মিডিয়া গুলো বড্ড সেয়ানা, দিনরাত তারা হারাম রিলেশনের ছবক দে।কিভাবে প্রেম করা যায় অপরকে পটানো যায় এসব হাতে কলমে প্রচার করে।'কাছে আসার সাহসী গল্প' নাম দিয়ে বিভিন্ন পত্রিকার অশ্লীল চটি গল্প বের করে প্রেম কি এখন মিডিয়ায় দেখানো হয়।মানুষের স্বাভাবিক অধিকার হিসেবে এর পেছনে দাঁড় করায় ব্যক্তি স্বাধীনতার ফিলোসোফি।আর

যুবকরা হেমিলনের বাঁশিওয়ালার মতো তাদের বয়ানের পেছনে দৌড়ায়।যে প্রেম ২০ বছর আগেও ছিলে ঘৃণ্য অপরাধ আর সেটাই হয়ে গেছে মানব অধিকার।

এখন সিনেমা মুভিতে অভিনয় শিল্প বা মডেল দেখে মানুষ ফলো করে থাকে।তারা সবাই বেশিভাগ কমবেশি যৌনতাকে প্রচার করে করেছে।এখন অবৈধ সম্পর্কের কাফেলদেরকে সবাই আরো পছন্দ করে।পশ্চিমা সেলিব্রিটিরা ‘লিভিং রিলেশনশিপ’ করে এটিকে প্রমোট করছে।এর মাধ্যমে অবৈধভাবে বিয়ের আগেই সম্পর্ক আমাদের মুসলিম দেশগুলোকে আস্তে আস্তে প্রভাব সৃষ্টি করছে।এটি শুরু হয়েছে যখন বাংলাদেশের সাদাকালো অবস্থায় সিনেমা দেখানো হতো তখন থেকে অঘোষিতভাবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে প্রেম পবিত্র।মানুষের আবেক নিয়ে খেলা করে আস্তে আস্তে সহজ করা হয়েছে এসব আবর্জনা।

এইসব মিডিয়া অনেক সময় ইসলাম বিদ্বেষ প্রচার করে ফলে ইসলামিক নিয়মগুলো থেকে সরে গিয়ে জড়িয়ে পড়ে গুনাহ কাজে লিপ্ত হয়।

ইন্টারনেট; ছেলেমেয়েরাও খুব দ্রুত ইন্টারনেট দ্বারা প্রবাহিত হয়ে পড়েছে।অনেকে ‘বিটিএস’ এর ফ্রেন্ড ফেসবুকে বিভিন্ন গ্রুপ আছে ‘বিটিএস আর্মি’ নামে।অত্যন্ত দুঃখের সাহেবের সাথে বলতে হয় এখানে বেশিরভাগ সদস্যই নারী।তাই সে দেখবেন খবর এর হেডিং আছে বিডিএস এর সাথে দেখা করতে ঘর ছাড়লেন তরুণী।যুবক-যুবতিরা এখন খুব দ্রুত প্রভাবিত তো হয়ে পড়ছে পশ্চিমা কালচার দ্বারা স্কুল কলেজ ভার্সিটি পড়ুয়া ছাত্র স্টুডেন্টরা এখন ফ্যাসিক ষ্টারদের ফ্যান এরা দু'চারটা সূরা ঠিক মতন বলতে পারবেনা।অথচ তাদের প্রিয় সেলিব্রেটি কয়টা এক্স আছে বিয়ের আগে তার কয়টা সন্তান আছে কোন ব্র্যান্ডের কাপড় সে পড়ে সব একেবারে মুখস্ত করে ফেলেছে।

মিউজিক; প্রেম নিয়ে হাজারো গল্প কবিতা উপন্যাস গান রচিত হয়েছে।বেশিভাগ রচনাতেই খুব গ্লোরিফাই করা হয়েছে শব্দটাকে প্রেমকে বানানো হয়েছে স্বর্গীয় বিষয়ে। ‘যে প্রেম স্বর্গ থেকে এসে জীবনে অমর হয়ে

রয়’ কিংবা ‘পেয়ার কিয়া তো ডারনা কিয়া’ এই টাইপের কলি শুনে আমরা অভ্যস্ত। নারী-পুরুষের বিবাহ বঞ্চিত প্রেম টা এখন খুব মধুর বিষয়। নাম দিয়েছে পবিত্র ভালোবাসা, স্বর্গীয় অনুভূতি,মধুর মিলন।

পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত: পর্নোগ্রাফিতে যারা আসক্ত তারা বুঝতে পারে না কত বড় বিশাল বড় পাপের পাহাড় তারা দুনিয়াই তৈরি করছে।এরকম ভিডিও গুলোতে তাদের একটা ভিউ অনেক কিছু নির্দিষ্ট করে দেয়।খুলে দেয় অনেক কিছুর পথ।এটা নিতান্ত কেবল বিনোদন বা মনোরঞ্জন নয়।মোটা দাগে ব্যবসা।এরকম একটি ভিউ একটা ভিডিও বানানোর পাপকে সুগম করে দেয়।একটা ভিউ অনেকগুলো ভিডিও বানানোর পেছনে ভূমিকা রাখে। তাই আপনি যদি এসব দেখেন এসব ভিডিও বানানো এবং ইন্টারনেটের ছড়ানোর পেছনে আপনারও ভূমিকা আছে।

~ ঘটনাটি শাইখ মোহাম্মদ আল আরিফির কাছ থেকে শোনা।শাইখের কাছে একটি ছেলে এসে বলল শাইখ ইন্টারনেটের ব্যাপারগুলা খুব ভালো বোঝেন। এরকম আমার একটা বন্ধু ছিল সে আবার পর্নোগ্রাফি গ্রাফিতে ভীষণ রকম আসক্ত ছিল একবার সে একটা পর্ণ সাইটে ঢুকে পর্নোগ্রাফি সাইট সাবস্ক্রাইব করেছিল।ওই সাইডে ফ্রি তে পর্নোগ্রাফি দেখা যেত না বরং টাকার বিনিময়ে ফাইল ইমেইল করত।সে যখনই পর্নোগ্রাফির নতুন কোন ফাইল রিসিভ করতো সেটা মোবাইলের ডাউনলোড করে নিয়ে পড়ে আমাদের দেখাতো।আমরা অবাক হতাম নিত্যনতুন সংগ্রহ দেখে যখন তার কাছে জানতে চাইলাম এগুলো কিভাবে কোত্থেকে।সেতো তখন আমাদের আগ্রহকে একপ্রকার হেসে উড়িয়ে দিল, দূর এগুলো টাকার বিনিময়ে সংগ্রহ করা।আমরা বললাম সমস্যা নেই আমরাও টাকা দিয়ে সংগ্রহ করবো তুমি আমাদের বল এগুলো কোথায় পাও।আমাদের কথা শুনে সে বলল, তোরা শুধু শুধু টাকা নষ্ট করবি কেন তার চেয়ে এক কাজ করা যাক তোরা তোদের ইমেইল এড্রেস গুলো আমাকে দে নতুন ভিডিও ফাইল পাওয়া মাত্র তোদের সবাইকে একসাথে পাঠিয়ে দিব।আমরা ভালো ভেবে তার প্রস্তাবে রাজি হলাম বন্ধুদের ইমেইল সংগ্রহ করো তাকে দিতাম। পরের সপ্তাহ থেকে নতুন নতুন পর্নোগ্রাফি ফাইল

পেতে শুরু করি এভাবে ছয় মাস কেটে গেল।একদিন হঠাৎ রোড এক্সিডেন্টে আমাদের সেই বন্ধুটা মারা যায়। ওর মৃত্যুেতে আমরা প্রচন্ড ধাক্কা খেলাম। শাইখ ওর জানাযা সালাত পড়ে যখন ওকে কবরে শুয়ে দিয়ে বাসায় আসলাম তখন ফোনে নতুন একটা ইমেইল নোটিফিকেশন আসে।নোটিফিকেশনটা চেক করতে গিয়ে আমরা অবাক হলাম যে বন্ধুটা একটু আগে কবরে শুয়ে রেখে এসেছি তার ইমেইল আইডি থেকে নতুন পর্নোগ্রাফি ফাইল এসে জমা হয়েছে ভাবলাম পুরাতন ইমেইল হবে।কিন্তু পরের সপ্তাহ দেখলাম আবার নোটিফিকেশন পর্নোগ্রাফি ফাইল এসে জমা হচ্ছে আমি ইমেইলটা ভালো করে চেক করলাম দেখলাম পুরনো ইমেইল নয় একেবারে নতুন।তখন সাথে সাথে বুঝলাম অটো ফরওয়ার্ড অপশন অন করে রেখেছিল যার দরুন নতুন নতুন সেই সব ভিডিও ফাইল রিসিভ করছে আমাদের আইডিতে আসছে।

আমি উক্ত সাইডের অটোরিটির সাথে যোগাযোগ করলাম ইমেইল করে তাদেরকে জানালাম আমার বন্ধুটি মারা গেছে।তাই তারা তার আইডিতে এসব ভিডিও পাঠানো বন্ধ করে দে।ওয়েব ওয়েবসাইটের লোকজন আমার কাছে ওর পাসওয়ার্ড চাইল।পাসওয়ার্ড জানা না থাকায় আমি দিতে পারলাম না।তারা বললো দুঃখিত তাহলে আমাদের কিছু করার নেই। এই ব্যক্তির এখনো সাড়ে চার বছরের সাবস্ক্রাইব বাকি।পরবর্তী সাড়ে চার বছর তার ইমেইলে আমাদের ভিডিও ফাইল অটো চলে যাবে।সাবস্ক্রাইব শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া কিছুই করার নেই শাইখ আজ প্রায় দুই বছর হয়ে যাচ্ছে আমার বন্ধু কবরে শুয়ে আছে অথচ আজো ইমেইল আইডি থেকে ইমেল আসে।

তথ্য:বেলা ফুরাবার আগে।লেখক আরিফ আজাদ

সওয়াব জারিয়া যেমন আছে গুনাহ জারিয়া তেমনি আছে। এই ছেলেটি জীবন থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি এমন অনেক গুনাহ আছে যা আপনার মৃত্যুর পরে থেকে যাবে আর তা হবে আপনার কবরের আজাবের কারণ বা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ।

পশ্চিমা বিশ্বের আধিপত্য: পশ্চিমারা আমাদেরকে 'Consent' নামের একটা জঘন্য শব্দ শিখিয়েছে। কনসেন্ট বলতে বুঝে 'সম্মতি' তাদের ভাষা মতে

শারীরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ছেলে মেয়ে উভয়ের যদি সম্মতি থাকে তাহলে সেটা বৈধ।পশ্চিমের এই বয়ান চোখে চোখ বুঝে প্রচার করছে বাংগু প্রগতিশীলরা তাদের কথাগুলো শুনতে খুবই মধুর লাগে।কিন্তু আফসোসের বিষয় হলে এগুলো শয়তানের শেখানো কু যুক্তি মাত্র সত্যের সাথে এর কানাকড়িও সম্পর্ক নেই।সম্মতি থাকলে যিনা ব্যভিচার হালাল হয়ে যায় না কোন হারামকে হালাল সাব্যস্ত করার ক্ষমতা মানুষের নেই।

قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

"বলো আল্লাহ কি তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছেন,নাকি তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছো" সূরা ইউনুস ১০:৫৯

বই:ভালোবাসা যিনা কারে কয়

সমাজ ব্যবস্থা: হারাম রিলেশন কে শয়তান এবং তার দোসররা একদম সহজলভ্য করে ফেলেছে।বেহায়াপনা এখন কোল্ডড্রিংস গেলার চাইতো সহজ কাজ।পাবলিক ট্রান্সপোর্টে,পার্ক ঝোপঝাড়ে, রাস্তা দুই ধারে বসে তারা গল্প প্রেম গল্প জমাচ্ছে।শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছে।

বেহায়া যুগল রিক্সার হুট তুলে চলাচল করলে হাত রেখে।রাস্তায় হাঁটলে কি মন অন্তরঙ্গভাবে কোথাও আলাপ করলে আমাদের ক্ষোপের সঞ্চার হয় না।আমরা যেন বিষয়টাকে সহজ দৃশ্য হিসেবে মেনে নিয়েছি পার্কে যাব আর সেখানে অবৈধ কাপেল থাকবে না এটা তো হয় না। ছেলে মেয়েরা ক্যাম্পাসে বসে আড্ডা দিবে এটাই তো স্বাভাবিক।যিনার মতন এত নিকৃষ্ট একটা অপরাধ আমাদের কাছে স্বাভাবিক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে কলেজ ভার্সিটিতে খোলামেলাভাবে চলছে যিনার আড্ডা।ছেলে বন্ধুরা প্রকাশ্যে মজলিসেই তার ওই কোন মেয়ে বন্ধুর ফিগার নিয়ে বর্ণনা দিচ্ছে।কয়টা প্রেমিকার সাথে রাত কাটিয়েছে সেটা বলে যাচ্ছে খোলাখুলি ভাবে।আপডেট পর্ন শেয়ার করছে বয়ফ্রেন্ডের সাথে।পর্নের অভিনেতাদের নাম শেখাচ্ছে তার রুমমেট কে।এভাবে হারামকে নরমালাইজ করা হচ্ছে যুগের পর যুগ সমাজে।

অনেক মনোরোগ বিশেষজ্ঞের মতে ১৫ থেকে ১৬ বছরের ছেলেমেয়েরা যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হচ্ছে।বয় ফ্রেন্ডের সাথে প্রেম কাজিনের সাথে প্রেম প্রেম মানে

এখন হলো বিছানায় যাওয়া।বিকৃত যৌনাচারও করছে যার জন্য আনুশকা নামে ১৭ বছর বয়সী এক মেয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

তথ্য: আনুশকার মৃত্যু বিকৃত যৌনাচারে দৈনিক জনকণ্ঠ

বই:আকাশের ওপারে আকাশ

অথচ ইসলামের বিধান সব যুগেই অপরিবর্তনশীল।

ফ্রি মিক্সিং: ফ্রি মিক্সিং কেয়ামত পর্যন্ত নিষিদ্ধ থাকবে।"জাস্ট ফ্রেন্ডের" নামে হোক কিংবা নিজেদের বানানো তথাকথিত ভাই বোনের সম্পর্কে মাধ্যমে হোক। এরকম জাস্ট ফ্রেন্ড রিলেশনশিপে আক্রান্ত কোনো ভাই বা বোনকে যখনই আপনি বলতে যাবেন তারা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠবে।বলবে আমরা তো ভাই বোন বা আমরা তো কেবল বন্ধু এর বাইরে কিছু নয়।

তারা যে বন্ধুত্বের কথা বলছে সেটি ইসলামে অনুমোদিত নয়।অনেকে ইসলামকে আর পাঁচ দশটা ধর্মের মতন মনে করে।আপনি ঘুম থেকে উঠা থেকে শুরু করে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত জীবনের সবদিক নিয়ে কথা বলেছে ইসলাম।ইসলাম আসলে ধর্ম নয় একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা।আল্লাহতায়ালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন আমি কার সাথে মিশবো কার সাথে মিশবো না,খাব কি করব, কি পরবো কি পরবো না, কিভাবে চলবো কিভাবে চলবো না, পরীক্ষার পাশ করার জন্য বা ভাল রেজাল্ট করার জন্য আমরা যখন ক্লাসের সিলেবাস ফলো করি তেমনি মুসলিম হতে হলে ইসলামের জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ করতে হবে।

সবাই ঘৃণিত কাজ এরপরও যেসব লোকেরা কনসেন্টের দোহাই দিয়ে মুসলিম সমাজে অশ্লীলতা প্রচার ঘটাবেন তাদের শাস্তি হবে বড্ড মারাত্মক।

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ

যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার পয়সার লাভ করুক,তাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। সূরা নূর ২৪:১৯

In a relationship: ভালোবাসা দিবস নাম দিয়ে জিনাকে এখন সেলিব্রেট করা হচ্ছে হারাম রিলেশনে বসে করতে বলেছে ট্রিট পাচ্ছে বন্ধুরা শুধু তাই নয় লাভাররা স্পেশাল প্লাটফর্মে এসে স্ট্যাটাস দিচ্ছে ইন এ রিলেশনশিপ

নাউজুবিল্লাহ একদিকে এত বড় গুনা অপরদিকে সেই গুনাহকে সেলিব্রেট তাও আবার পাবলিক প্লেসে কত জঘন্য অবস্থা মধ্যে চলে গিয়েছে আমাদের সমাজ যেখানে আল্লাযিনা ধারের কাছে যেত বারণ করেছে সেখানে জিনা চলাকালীন তার ভিডিও শুটও করছেন নিয়ে অনেকে নিজেদের অন্তরঙ্গ দিয়েছো বন্ধুদেরকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছে অনেকে আবার গ্রুপ প্রেমিকাকে ধর্ষণ করছে। পরস্পর চ্যাটিং করছে নিশুতি রাতে ভিডিও কলে।অনেকে আবার প্রেম ভালোবাসার অগ্নিপরীক্ষা দিচ্ছে নিজের গোপনাঙ্গ দেখিয়ে 'দেখিয়ে দাও দেখা তোমায়' এ কালচার শুরু করতেই অনেকে ছুটে যাচ্ছে লিটনের ফ্ল্যাটে।

বই:ভালোবাসা যিনা কারে কয়

লেবাসধারী: সাধারণ মানুষের সাথে সাথে অনেক লেবাসধারিরাও এসব থেকে মুক্ত না।কিছু দাড়ি টুপিওয়ালার আসলে তাদের কথার সাথে কাজের মিল নেই।

অনেকে আছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে,রোজা রাখে, দ্বীনের প্রতি খুব আগ্রহী কিন্তু একটা জায়গায় এসে আটকে গেছে-হারাম রিলেশনশিপ তাদের ধারণা নন মাহারাম একটি মেয়ের সাথে চলাফেরা, ঘোরাফেরা, খাওয়া দাওয়া, সেলফি তোলা, ফেসবুকে আপলোড দেয়া, পার্কে হাত ধরে হাটা এগুলো কোন সমস্যা নয়।

আপনি চাইলেও নন মাহরামের আরামের সাথে একান্ত গল্প করতে পারবেন না।হোক তা ভয়েস কলে অথবা চ্যাটিং এর মাধ্যমে।ফেসবুকে অনেক ছেলে মেয়ে আছে যারা গায়ে পড়ে ছেলেদের পোস্টে কমেন্ট করে।একজন ভালো লিখলে বা গঠনমূলক আলোচনা করলে তার ইনবক্সে সরাসরি মেসেজ দেই।রিপ্লে পেলে লাভ রিয়েক্ট দেয়। মেসেঞ্জারে এটা ওটা জিজ্ঞেস করেওই ছেলেটা কি আপনার নন মাহরাম নয়?তাহলে ওর ইনবক্সে কি করছেন?

একই কথাটা ভাইদের জন্য কোন গায়রে মাহরাম মেয়েকে ট্যাক্স করার আগে শতভাগ ভাবা দরকার।আপনি তাকে চেনেন না জানেন না প্রপোজ করে দিচ্ছেন মাজনার জন্য।এরা মানুষকে ঠিকই যিনা থেকে দূরে থাকা নছিয়া

দেয়।অথচ নিজেরাই আবার লুতুপুতু করে মেয়েদের সাথে। উপরে উপরে যিনা ব্যভিচার নিয়ে পোস্ট লিখে।

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: وَمَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُلْقى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ، فَيَقُولُونَ: أَيْ فُلاَنُ مَا شَأْنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ [ص: 326] تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهى عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ

আবূ ওয়াইল (রহ.) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, উসামাহ (রাঃ) বলেন: আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- বলতে শুনেছি, ক্বিয়ামাতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন আগুনে পুড়ে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। এ সময় সে ঘুরতে থাকবে যেমন গাধা তার চাকা নিয়ে তার চারপাশে ঘুরতে থাকে। তখন জাহান্নামবাসীরা তার নিকট একত্রিত হয়ে তাকে বলবে, হে অমুক ব্যক্তি! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না আমাদেরকে সৎকাজের আদেশ করতে আর অন্যায়কাজ হতে নিষেধ করতে? সে বলবে, আমি তোমাদেরকে সৎকাজে আদেশ করতাম বটে, কিন্তু আমি তা করতাম না আর আমি তোমাদেরকে অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতাম, অথচ আমিই তা করতাম।

(বুখারী পর্ব ৫৯ অধ্যায় ১০ হাদীস নং ৩২৬৭; মুসলিম ৫৩/৭ হাঃ ২৯৮৯)

পরকিয়া: বিয়ের পরও যদি কোন পুরুষ ঘরে স্ত্রী রেখে অন্য মহিলার সাথে অনৈতিক অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে বা কোন মহিলা অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে সেটাও হারাম রিলেশনশিপ।এই ধরনের সম্পর্ক গুলোকেও পরকীয়া বলে। শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল সমাজে বিদ্যমান এ পাপের কারণে প্রতিনিয়ত অনেক পরিবারে ভাঙন ধরছে।আধুনিক সমাজে ডিভোর্সের মহামারীর অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি।

এই পরকীয়া তৈরি হওয়ার একটা মাধ্যম হল অফিসিয়াল মিডিয়াতে নিজের স্ত্রী বা স্বামীর ছবি আপলোড করা সুখী মুহূর্তগুলো তখন অন্য নারী বা পুরুষ ভাবে এইতো সে আমার মনের মতন প্রেমিক প্রেমিকা তখন সে শয়তানের

ফাঁদে পা দেন তখন সে ওই পুরুষ বা মহিলাকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করে বিভিন্নভাবে এভাবেও অনেক সময় পরকিয়া ধ্বংস করে দে অনেক পরিবার।

বই :তুমি ফিরবে বলে

~ একবার এক লোক একজন শাইখ কে বললেন, শাইখ আমার স্ত্রীকে আমার কাছে আর ভালো লাগেনা।কি করা যায় বলুন তো।

শাইখ জানতে চাইলেন, কেনো?তোমার স্ত্রী পূর্বে রূপ লাবণ্য কি লোভ পেয়েছে?

লোকটি বললো জি না,সে আগের মতই আছে।

শাইখ:তাহলে কি তার কোন অঙ্গহানী হয়েছে যার কারনে তুমি তাকে আর পছন্দ করতে পারছ না।

লোকটি: না শাইখ তার কোনো রকম অঙ্গহানি হয়নি।

শাইখ:সে কি তোমার প্রতি উদাসীন?

লোকটি:একেবারেই না শাইখ সে আগের মতই আমাকে ভালবাসে, দেখাশোনা করে, যত্ন করে।

এরপর শাইখ বলেন: ঠিক আছে এবার তাহলে তোমার কথা বল তুমি কি আজকাল পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত হয়ে পড়েছ?তুমি কি বেগানা নারীদের কাজ থেকে দৃষ্টিকে হেফাজত করে চলতে পারো? তুমি কি অন্য কারো সাথে কোন অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছো?

লোকটি মাথা নিচু করে বলল: জি আমি আজকাল পর্নোগ্রাফিতে মারাত্মকভাবে আসক্ত হয়ে পড়েছি।আমি আমার দৃষ্টিকে হেফাজত করে চলতে পারিনা।একটা অনৈতিক সম্পর্কেও জড়িয়ে পড়েছি।

তখন শাইখ বললেন:তুমি যখন হারামে ডুব দিবে হারাম জিনিসকে পছন্দ করা শুরু করবে তখন তোমার হালাল জিনিসকে তোমার কাছে ভালো লাগবে না বিরক্তিকর লাগবে এটাই স্বাভাবিক।

এভাবেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে পরিবারগুলো অনৈতিক সম্পর্কের জন্য অনেকগুলো মানুষের জীবনের স্বপ্ন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে নীরবে।

তথ্য:বেলা ফুরাবার আগে।লেখক আরিফ আজাদ

সমকামী: হারাম রিলেশন এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর জাহান্নামে যাওয়ার পদ্ধতি হলো সমকামীতা। দ্বীনের সঠিক জ্ঞান না থাকায় ছেলে-মেয়ের আজকাল সমকামীতায় লিপ্ত হচ্ছে।ছেলে ছেলেকে মেয়ে মেয়েকে পছন্দ করছে।কিছু কিছু আধুনিক দেশে তো তা আইনগতভাবে স্বীকৃত তারা বিয়েও করতে পারছে! আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে এর সংখ্যা অধিক। সেলিব্রেটিদের মাধ্যমে তা আরো ছড়িয়ে পড়ছে।পশ্চিমা দেশে সমকামীদের জন্য বিপদে পড়তে হচ্ছে অনেকের।সম্প্রতি আমেরিকায় এটি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।এমনকি বড় বড় মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিগুলো এই সমকামিতাকে প্রমোট করছেন।

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ

সারা জাহানের মানুষের মধ্যে তোমরাই কি পুরুষদের সাথে কুকর্ম কর?

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

এবং তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্যে যে স্ত্রীগনকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বর্জন কর? বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।

সুরা আশ-শুআরা ২৬:১৬৫-১৬৬

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ

অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছাল, তখন আমি উক্ত জনপদকে উপরকে নীচে করে দিলাম এবং তার উপর স্তরে স্তরে কাঁকর পাথর বর্ষণ করলাম।

সুরা হুদ ১১:৮২

স্বাধীনতার ভুল ব্যাখ্যা: অনেক মোটিভেশনাল স্পিকার বলে থাকে প্রাপ্তবয়স্কেরা সব ব্যাপারে স্বাধীন।তারা যদি একসাথে থাকা সিদ্ধান্ত নেই তবে কার বাপের কি সম্মতি থাকলে প্রেম ভালোবাসা এমনকি ফিজিক্যাল রিলেশনও বৈধ।এতে সমাজের আপত্তি করার কিছু নেই।যিনা ব্যভিচার কে নরমাল করে দিচ্ছে এসব তথাকথিত সেলিব্রিটিরা।

প্রেমিক-প্রেমিকারা একটা প্রভাত বানিয়ে নিয়েছে ‘মন ভাঙার মসজিদ ভাঙ্গা সমান’।এটা যেন শামসুর রহমানের কবিতার মতন ‘কি কি সহজে হয়ে গেল বলা,কাঁপলো না গলায় এতটুকু,বুক চিরে বেরুলো না দীর্ঘশ্বাস......
বই: ভালোবাসা ঘৃণা কারে কয়

ধারের কাছেও যেয়ো না:

আমাদের কোন শুভানুধ্যায়ী যদি বলেন, সাবধান তুমি ওই এলাকার কাছে ও যাবে না।এর দ্বারা কি বোঝা যায় বুঝতে হবে ওখানে ভয়াবহ কোন বিপদ অপেক্ষা করছে। যার দরুন তিনি আমাকে সতর্ক করছেন।আমাদের সবচেয়ে বড় শুভানুধ্যায়ী হলেন আল্লাহ তায়ালা। প্রতিটি বান্দার ব্যাপারে তিনি কল্যাণকামী।আর সে মেহেরবান রব আমাদের সতর্ক করে বলেছেন,

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

আর তোমরা যিনার ধারের কাছেও যেয়ো না।ওটা অশ্লীল কাজ এবং অতি জঘন্য পথ। সূরা ইসরা ১৭: ৩২
আল্লাহতালা আরও বলেন,

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

আর অশ্লীলতার কাছেও যেয়ো না, তা প্রকাশ্য হোক বা গোপন। সূরা আনআম ৬:১৫১
যিনা মানেই অশ্নীলতা।আর সকল অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ।আমাদের পালনকর্তা চান তার বান্দারা শয়তানের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকুক। আর শয়তানের আক্রমণ করে এই অশ্লীলতার দরজা দিয়ে। এ কারণে তিনি বলেছেন যে তোমরা যিনা ব্যভিচারের ধারের কাছেও যাবে না। যিনার করা তো দূরের কথা কাছে ও যাওয়া যাবে না।কারণ ধারে কাছে ঘেঁষলেই তোমরা ফিতনায় আক্রান্ত হয়ে পড়বে।কিন্তু আল্লাহ সেই সতর্কবাণী আমরা কানে তুলিনি।নিজেদেরকে মডার্ন প্রমাণ করার জন্য যিনাকে আমরা এতটা সহজলভ্য করেছি যে এখন এটাকে গুনাই মনে করা হয় না।এটা হয়ে গেছে যুব সমাজের স্বাভাবিক কালচার।তরুন তরুণীদের স্বাভাবিক ট্রেন্ড।

হারাম রিলেশনের কুফল:

প্রেম যখন শিরক: যিনার করতে থাকলে অন্তর হয়ে পরে কলুষিত।সেই অন্তর দিয়ে মন্দকে মন্দ বলো উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না।লজ্জার কাজ তো নির্লজ্জের মত করে ফেলে মানুষ।এই গুনাহ তাকে নিয়ে যায় শিরকের জগতে।কিছু ছেলে মেয়ে তাদের সঙ্গীর সাথে এমন চরম ভালোবেসে জড়িয়ে পড়ে এই ভালোবাসা একান্ত ছিল আল্লাহতায়ালা। এভাবে তাওহীদিদের চেতনা বিলীন হয়ে যায় তাদের মধ্য থেকে আল্লাহর ইবাদতের রত্না হওয়া চাইতে ভালবাসার মানুষের সাথে রাত কাটানো তাদের কাছে বেশি মধু মনে হয়।আল্লাহর দরবারে সিজদা দেয়ার চেয়েও মেয়ে বান্ধবী উরুতে মাথা রাখাটা তাদের কাছে বেশি শান্তিকর লাগতে থাকে।আল্লাহর সাথে মোনাজাত করার চাইতেও গোপন যিনার অভিসারে মেতে থাকতে পারলে তারা বেশি খুশি হয়। কুরআন তেলাওয়াতের চেয়েও তাদের কাছে বেশি গুরুত্ব পায় প্রেম মেসেজ চেক করা।কতটুকুই ইবাদত করতে পারলাম এর বদলে তারা চিন্তা করে ভালোবাসার মানুষকে কতটুকু ভালবাসতে পারলাম। একপর্যায়ে তারা আল্লাহর জন্য বাঁচতে চায় না বাঁচতে চাই ভালোবাসা মানুষটির জন্য।আল্লাহ তায়ালা বলেন

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ

আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। সূরা বাকারা ২:১৬৫

দুনিয়ার সব কিছুর চাইতেও কেউ যদি আল্লাহকে বেশি ভালবাসতে না পারে তবে তার ঈমান পূর্ণ হবে না।আল্লাহর বিধানের চেয়েও প্রেমের করা তাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়।যিনাকে সেলিব্রেট করতেও তাদের ঈমান

থাকে না বরং এটাকে তারা প্রেমের অধিকার ভাবতে থাকে।একটা সময় তারা ভালোবাসা চলে যাই শিরকি অবস্থানে।অনেক শিরিকি গান তার মাঝে একটি হল

তুয মে রাব দেখতাহে,ইয়ারা মে কেয়া কারু,

সাজদে সার ঝুকতাহে ইয়ারা মে কেয়া কারু।

এ ধরনের শিরিকি গান অহরহ গাইছে মানুষ।মনে প্রানে দিল থেকে আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করলে যেমন শিরিক হয় তেমনি কাউকে আল্লাহর চেয়ে বেশি মহব্বত করলেও শিরিক হয়।এটাকে বলে ভালোবাসা শরিক।

শাইখ সালেহ আল মুনাজ্জিদ (রহ) বলেন,এটি এমন এক শিরিক, যা আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করবেন না।

তথ্য: শিরিকের স্বরুপ ও এর প্রকার গুলো কি কি?26 নভেম্বর ২০২৩ ইসলাম কিউএ

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ) আরেকটু বিস্তারিতভাবে বলেন প্রেমে পড়ে মানুষ প্রেমিকাকে আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী বানিয়ে ফেলে।তাদের অন্তরে আল্লাহ চেয়ে প্রেমিকার প্রতি বেশি ভালোবাসা থাকে।এ ধরনের প্রেমকে কখনো ক্ষমা করা হয় না।কারণ এটা হচ্ছে জঘন্য শিরিকের মধ্যে একটি।আল্লাহ তাআলা তার সাথে শিরিক করা গুনাহ ক্ষমা করবেন না।

তথ্য: ইবনুল কাইয়্যিম জাওয়াবুল কাফি,পৃষ্ঠা ১৫০

اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল। সুরা নিসা৪:৪৮

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন। এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। সুরা মায়িদা ৫:৭২

এই ভালবাসা শুরু হয়েছে শয়তানের হাত ধরে। শয়তানের পরম আকাঙ্ক্ষা হলো মানুষের শিরিকের দিকে নিয়ে যাওয়া।শয়তান চাই একজন বান্দা সর্বোচ্চ লেভেলের চলে গেলে গুনাহটা করুক।শয়তান যখন বান্দাকে ডিরেক্ট লিপ্ত করতে ব্যর্থ হয় এখন সে বিকল্প হিসেবে দেখিয়ে দেয় হারাম ভালোবাসার।এরপরেই কাজটুকু তার জন্য সহজ হয়ে যায়।

আল্লাহর সন্তুষ্টি বদলে বয়ফ্রেন্ডের সন্তুষ্টি এখন মূর্খ হয়ে দাঁড়িয়েছে।চিন্তা চেতনায় শয়নে স্বপনে যখনি সে কেবল তাকে অনুভব করতে থাকে। মুমিনরা নিজেদের জিহ্বাকে আল্লাহর সামনে আদ্র রাখে এভাবে ওই মেয়েটাও প্রেমিকের নাম জপতে থাকে।প্রেমিক হয়ে যায় তার প্রণয় দেবতা।সারাক্ষণ তার আরাধনা চলতে থাকে হৃদয় মন্দিরে।

শুধুমাত্র দুর্গা সরস্বতী কালী লক্ষ্মীর সামনে মাথা নত করাটাই পূজা একমাত্র ভাষণ না। পূজা মানুষেরও হতে পারে যেমনটা আজকালকার প্রেমিক প্রেমিকারা করে থাকে।কিন্তু এটাকে তারা অপরাধ মানতে নারাজ।তাদের দাবি হচ্ছে এটা নাকি ভালবাসার অধিকার। ইসলাম ধর্ম বাদ দিয়ে এখন প্রেম ধর্মের উপাসনা করছে তারা।

বই: ভালোবাসা যিনা কারে কয়

মানসিক শেকল: যুবক যুবতীরা হতাশার সাগরে নিম্নজিত হচ্ছে।রিলেশন না টিকলে সে ভুলে যাচ্ছে নিজের আত্মপরিচয়।ভুলে যাচ্ছে তার বাবা মা সমাজ সংসারকে।সে ভুলে যাচ্ছে আল্লাহ ও তার রাসূলকে এক প্রকার বমানসিক বিকারগ্রস্ততা ভর করছে তার মধ্যে।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা (রহ) বলেন,প্রেমে পড়ার কারণে মানুষ তার বুদ্ধি ও বিবেক হারায়।আদব এবং দ্বীন হারায়।সারাক্ষণ এটাকে নিয়ে পড়ে থাকার কারণে দ্বীন ও দুনিয়ার উন্নতিতে সে বাধা প্রাপ্ত হয়।

তথ্য ইবনে তাইমিয়্যা আল ইস্তিকামাহ ১/৪৫৯

প্রেমিকার কাছে প্রেমিকরা বাঁদরের মতন বাধা থাকে।সে তার ইচ্ছা মতন ছেলেটাকে নাচায়। মেয়েটা চাইলে সে হাসে আর কাঁদলে সে কাঁদে।অন্তরের দিক থেকে সে হয়ে যায় এক মানব সুন্দরী দাস।আল্লাহ তার রাসূলের জন্য নির্ধারিত ভালবাসাটাকে সে নিবেদন করে প্রেমিকার নিকট। এভাবেই চলে শয়তানের গোলামী।একি অবস্থা মেয়েটির ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে ধ্বংস হয়ে যায় যুবক-যুবতীরা।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ) বলেন, যখন কারোর অন্তর কোন নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয় তখন সে নারীর কাছে বন্দী হয়ে যায়।সে নারী তাদের মধ্যে শাসন কার্য পরিচালনা করা শুরু করে।যেভাবে খুশি সেভাবে তার ব্যক্তিগত বিষয় হস্তক্ষেপ করতে থাকে।সে নারীর তার উপর এমন ভাবে শাসন চালাতে তাকে যেমনটি প্রতাপশালী বাদশাহ তার প্রজাদের উপর শাসন চালাতে পারে। নারী শাসন রাজার শাসনের কেউ ভয়াবহ কারণ অন্তরের বন্দিদশা দৈহিক বন্দিদাশার থেকেও গুরুতর।

তথ্য: ইবনু তাইমিয়্যা, আল উবুদিয়্যাহ পৃ: ৮৯

বই: ভালোবাসা যিনা কারে কয়

গোপন গুনাহ:

একটা ছেলে পাতি সেলিব্রেটি হয়েছে।এখন সে মেয়েদের গ্রুপে পন্ডিতি ফলাচ্ছে।ইনবক্সে মেয়েদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।জটিল জটিল মাসালা নিয়ে আলোচনা করছেন। বিশ্বাস করুন যত বড়ই বুজুর্গ সে হোক না কেন একান্তে পরনারীর সাথে কথা বলে খারাপ ভাবনা মনে আসবেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া।সাল্লাম) বলেছেন:

خْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ عَلَيْكُمْ

সাবধান,কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনে মিলিত হলে সেখানে তৃতীয় জন হিসেবে শয়তান আগমন করে। তিরমিযী,২১৬৫

আমরা প্রায় দেখি অমুক ভাইয়ের স্ক্রিনশট পাশ হয়েছে তমুক ভাইয়ের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।একজন লেবাস-ধারী ধরা খেয়ে বলেছিল এসব এডিট করা

যায়।ভাই হয়তো তাদের কথা শুরু হয়েছিল কোন ভালো টপিক দিয়ে।ভাইয়া আর আপু ছাড়া কেউ কাউকে ডাকতোই না।একটা সময় এসে তারা বলছে বাবু খাইছো,বাবু নামাজ পড়ছো, কথা দাও বাবু তুমি পর্দা করবা!

মানুষের জন্য নারী সন্তান,সোনা রুপা স্তূপ, সেরা ঘোড়া,গবাদি পশু ও কৃষিক্ষেতের প্রতি আসক্তিকে বড়ই সুসজ্জিত ও সুশোভিত করা হয়েছে।

অন্তরাল বা পর্দা ছাড়া গায়রে মাহরাম এর সাথে যোগাযোগ রাখা খুবই বিপদজনক।একদিন না একদিন যিনার দিকে শয়তান টেনে নিয়ে যাবে।সেটা হোক কথার যওনা,চোখের যিনা বা লজ্জাস্থানে যিনা।যেহেতু শুরুই হয়েছে হারাম যোগাযোগের মাধ্যমে,তাই শয়তান একটা স্পেস অলরেডি পেয়ে গেছে।এখন সে খুব সহজে বান্দাকে কাবু করে ফেলতে পারে।

এইজন্যই রাসূল বলেছেন নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর যে ব্যাপারে বেশি ভয় করি তা হচ্ছে জিনা ও গোপন প্রবৃত্তি।

কিন্তু আমরা এ ব্যাপারে অনেক বেখেয়াল।রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লাম) মেয়েদের দিকে তাকাতে নিষেধ করেছেন অথচ যুবকরা সেই নজরের গুনাহ করছে। এটা কি কোন মুমিনের চরিত্র হতে পারে। কিভাবে সে ঈমান ধ্বংসী যিনাকে নিজের টার্গেট হিসেবে সেটাপ করছেন।কিভাবে সে আল্লাহর দ্রোহীদের মতন গোপন গুনাকে প্রাকাশে সেলিব্রেট করছেন।

বই: ভালোবাসা যিনা কারে কয়

নেশা করা: ব্রেকআপ হওয়ার পর শেখা খাওয়ার পর অনেকে নেশায় জড়িত হয়ে যায়। ঘুমের ওষুধ খায়,হাত কাটে।নেশার টাকা জোগাড় করার জন্য পরিবারও অশান্তি করে অনেকে খুন করে ফেলে।

আত্মহত্যা: এই হারাম রিলেশন এর কারণে অনেকে আত্মহত্যা করে যখন সে প্রেমে ব্যর্থ হয় তখন সে ভাবে তার দুনিয়া ধ্বংস হয়ে গেছে এর মূল কারণ হলো সে প্রেমকে জীবনের মূল উদ্দেশ্য সার্থকতা হিসেবে দেখে জীবনের মূল উদ্দেশ্য সার্থকতা সম্পর্কে বেখাল থাকে।অনেক সময় পুরনো ছবি বা ভিডিও দিয়ে ব্ল্যাকমেইল করে এর জন্য অনেক আত্মহত্যা করে থাকে।

পালিয়ে যাওয়া : এর মাঝে সবচেয়ে বড় ভুল করে ছেলেমেয়েরা পালিয়ে বিয়ে করে এতে তো আল্লাহর রহমত থাকে না মা-বাবা দোয়া থাকে না।তাই তারা যদি মেনে নেয়ার পর সুখী ও হয় একসময় না একসময় তাদের জীবনে বিপদ আসে।অনেক সময় তো ভুল মানুষের সাথে পালিয়ে যাওয়ার কারণে ধর্ষিত হয় বা তাকে বিক্রয় করে দেয়া হয় যৌনপল্লীতে,পাচার করে দেয়া হয় বা ধুকে ধুঁকে মরতে থাকে একসময় অনেকে আত্মহত্যা করে ফেলে বা তালাকের পর্যায়ে চলে যায়।

আল্লাহর অবাধ্য মানে ধ্বংস:

ICDDRB এবং *BRAC* একটা সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে ৫০% যুবক যুবতী এখন বিয়ের বহির্ভূত যৌন সম্পর্কে লিপ্ত।আরেকটি পরিসংখ্যানে দেখা দেয় ৯০% শহর এবং ৪৪% গ্রামীণ তরুণ তরুণী হারাম যৌন সম্পর্ক গড়ে তুলছে।

তথ্য:The price of passion, daily star, volume 9,September 2005.

একজন বান্দার জন্য কতটা ভয়াবহ বিষয় যে একজনকে কেন্দ্র করে তার প্রতিহিত কাজগুলো চলতে থাকে।সারাক্ষণ সে একজনকে নিয়ে ফিকির করছে, যোগাযোগ করতে না পারলেও পাগল হয়ে যাচ্ছে।এমন করতে করতে এক সময় যুবক যুবতীরা অনেকে আত্মহত্যা করে ফেলে।

وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা’আলা তোমাদের প্রতি দয়ালু।

وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

আর যে কেউ সীমালঙ্ঘন কিংবা জুলুমের বশবর্তী হয়ে এরূপ করবে, তাকে খুব শীঘ্রই আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজসাধ্য। সুরা নিসা ২৯-৩০

حديث أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ في نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيها أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ في يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فيها أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَديدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ في يَدِهِ يَجَأُ بِها في بَطْنِهِ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيها أَبَدًا
আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি পাহাড়ের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে, সে জাহান্নামের আগুনে পুড়বে, চিরদিন সে জাহান্নামের মধ্যে অনুরূপভাবে লাফিয়ে পড়তে থাকবে। যে ব্যক্তি বিষপান করে আত্মহত্যা করবে, তার বিষ জাহান্নামের আগুনের মধ্যে তার হাতে থাকবে, চিরকাল সে জাহান্নামের মধ্যে তা পান করতে থাকবে। যে ব্যক্তি লোহার আঘাতে আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামের আগুনের মধ্যে সে লোহা তার হাতে থাকবে, চিরকাল সে তা দ্বারা নিজের পেটে আঘাত করতে থাকবে। (বুখারী পর্ব ৭৬ : /৫৬ হাঃ ৫৭৭৮)

حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلاَّمٍ الْكُوفِيُّ، أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ .

জাবির ইবনু সামুরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট জনৈক ব্যাক্তির লাশ উপস্থিত করা হল। সে চেপ্টা তীরের আঘাতে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জানাযার সলাত আদায় করেননি।

মুসলিম ৯৭৮, তিরমিযী ১০৬৮, নাসায়ী ১৯৬৪, ইবনু মাজাহ ১৫২৬, আহমাদ ২০২৯২, ২০২২৭। শব্দটি (আরবী) এর বহুবচন। এর অর্থঃ বর্শা।

প্রেম পিরিতির বাধা দেয়ার কারণে ছেলের হাতে খুন হয়েছে বাবা, খুন হয়েছে তার অভিভাবক সংবাদ এর সংখ্যা কম নয়।

★গাইবান্ধা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গোপাল চন্দ্র চক্রবর্তী জানান, নর্থ ইউনিভার্সিটি প্রথম সেমিস্টারের ছাত্র আকাশ শহরে মাস্টার পাড়ার এলাকার এক ছাত্রীর সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে।প্রেমে বাধা দেয়া আকাশ আর বাবাকে খুন করার পরিকল্পনা করে।আকাশ ভোরে বাবা-মা শয়ন কক্ষে ঢুকে ধারালো ছোড়া দিয়ে তার বাবা আখতার আমিন বাবলাকে উপর্যুপরি আঘাত করতে থাকে।একসময় মা ডলি বেগম তার স্বামীকে বাঁচানোর চেষ্টা করলে আকাশের ছুরির আঘাতে তিনি মারা যান।

তথ্য: প্রেমে বাধা দেয়াই গাইবান্ধা ছেলের হাতে মা খুন, বাবা আহত। ঢাকা টাইমস ১৩ জুলাই ২০২১

★বয়ফ্রেন্ডের সাথে মেলামেশা করতে দিত না বাবা।তাই ১৫ বছরের মেয়ে তার প্রেমিকের সাথে পরামর্শ করে খুন করল বাবাকে।মেয়ে পড়াশোনায় ফাঁকি দিয়ে প্রেম করুক তা কখনোই চাননি তার বাবা।তাই এর শাস্তি হিসেবে এমন চরম পদক্ষেপ নিলো নাবালিকা।পুলিশের কাছে কোন সংকোচ ছাড়াই অপরাধ গুলো করেছে সে জানিয়েছে।নিজের ইচ্ছে জীবন বাঁচাতে বাবাকে খুন করা সিদ্ধান্ত নেয়।

তথ্য: প্রেমে বাধা দিয়েছিল বাবা, বয়ফ্রেন্ডের সাথে প্ল্যান করে কুপিয়ে খুন করল মেয়ে। হিন্দুস্তান টাইমস

★রংপুরের পীরগাছায় মেয়ের প্রেমে বাধা দেয় নওশাদ আলী নামে বাবা খুন হয়েছে প্রেমের বিষয়টি মেনে না নেওয়াতে।তাকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে মেয়ের প্রেমিকের বিরুদ্ধে আর এ ঘটনা নিহত এর স্ত্রী মামলা করার পরে প্রেমিক আব্দুল করিমকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

তথ্য: মেয়ের প্রেমে বাধা দেয়ায় বাবা খুন,প্রেমিক গ্রেফতার বাংলাদেশ প্রতিদিন ২৬ জানুয়ারি ২০২৩

★মেয়ের সাথে প্রেমে বাধা দেয় বাবাকে খুন করা হয়েছে।সিলেটের বিরিয়ানি বাজার উপজেলা নির্মাণ শ্রমিক নজরুল ইসলাম খুনের ঘটনায় এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।ওই যুবকের নাম আব্দুল মুমিন ওরফে লিমন।

তথ্য:প্রেমে বাধা,মোবাইলে ডেকে বাবাকে খুন। নিউজ টুয়েন্টিফোর ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯

★লক্ষ্মীপুরে প্রেমের প্রচারে রাজি না হওয়ায় কলেজে যাওয়ার পথে সুবর্ণা মুনতাহা রিজমি নামে এক ছাত্রীকে কুপিয়ে ও ইট মেরে আহত করা হয়েছে।দালাল বাজার ডিগ্রী কলেজের তানজিদ আহমেদ রিহান আর বখাটে বন্ধুদের নিয়ে ঘটনা ঘটান।

তথ্য: প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় কলেজ ছাত্রীকে খুপিয়ে আহত। কালের কন্ঠ ২৯ আগস্ট ২০২৩

★গাইবান্ধার পলাশবাড়ী উপজেলায় চার বছর বয়সের একটি শিশুর স্কুল পড়ুয়া বোনকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে আসছিলেন সাকিব হাসান। প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় এক পর্যায়ে সাকিব হাসান তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। এই পরিস্থিতিতে সাকিবের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অষ্টম শ্রেণীর ওই ছাত্রীর পরিবার তারা অন্যত্র মেয়ের বিয়ে ঠিক করেন। বিয়ের খবরে ক্ষিপ্ত হয়ে ওই স্কুল ছাত্রীর ভাই অহরণের পর গলার টিপে হত্যা করে।

তথ্য: বোন প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় চার বছরে ভাইকে অপহরণ পর হত্যা।প্রথম আলো ১৯ মে ২০২৩

★ প্রেমের বিয়েতে বাধা দেয় চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডু ছেলের ছুরিআঘাতে প্রাণ হারালেন এক বাবা।দুপুরে উপজেলার ভাটিয়ারী এলাকায় হাসনাবাদে এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে নিহত বেলাল হোসেন পেশায় দিনমজুর।

তথ্য: প্রেমের বিয়েতে রাজি না হওয়ায় বাবাকে খুন করলে পাষণ্ড ছেলে।চ্যানেল টুয়েন্টিফোর ৬ সেপ্টেম্বর ২০০২

বই: ভালোবাসা যিনা কারে কয়

★ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাস্টবিন থেকে উদ্ধার হয়েছে কতগুলো মৃত নবজাতকের লাশ।এরা প্রথমে নিশ্চয় জাস্ট ফ্রেন্ড ছিল।আস্তে আস্তে শয়তানে

প্ররোচনায় অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠে।যখন একটা মোহ ছিল তখন অনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।যখন মোহ কেটে গেছে বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েছে।তাদের কৃতকর্মের ফল দুজনে কেউ আর বয়ে বেড়াতে চায়না।তাদের এই সম্পর্কে জেরে ভ্রূণ হয়ে বেড়ে উঠা নিষ্পাপ শরীরকে জন্মের আগেই মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে।যে শরীরটা থাকার কথা ছিল বাবা-মার আদরে মাখা কোলে।কারে স্থান হয়েছে ডাস্টবিনের আস্তাকুড়ে! জাহেলিয়াতের চরম অধঃপতনের যুগেও এরকম দৃশ্য দেখা মেলা ভার।

তথ্য: বেলা ফুরাবার আগে।লেখক আরিফ আজাদ

★ ঢাকার মিরপুর এলাকায় দেখা হল এইমাত্রই ভূমিষ্ঠ হওয়া নবজাতকের লাশ।এমনকি মায়ের পেটে যে আমরার (প্লাসেন্টা) মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণ করত আমরাটিও দড়ির মতন বাচ্চাটির গায়ে ছিল।দুইজন মানুষের নিষিদ্ধ আবেগ আর কামনার বলি হত হল নিষ্পাপ প্রাণকে। তার কি অপরাধ ছিল।সে কি বলেছে যে তোমরা আমাকে যেনতেন ভাবে জন্ম দিয়ে পৃথিবীর আলো দেখাও?

তথ্য:বেলা ফুরাবার আগে।লেখক আরিফ আজাদ

★ এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ঘটনা। আমরা বাড়িতে,ক্লাবে বিয়ে হতে দেখেছি।মসজিদ, কাজী অফিসেও দেখেছি,হাসপাতলে! এমন ঘটনা ঘটেছে এনাম মেডিকেল কলেজে।মেয়েটা ওই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ডেলিভারি কেস বিয়ে হয়নি।বিয়ে না হয়েও জাস্ট ফ্রেন্ড থেকে সম্পর্ক জুড়ে বসেছিল।ফলাফল যা হবার তাই হল ছেলেটা সম্পর্ক অস্বীকার করতে পারে এই ভয়ে মেয়েটা ভ্রূণ নষ্ট করেনি।হাসপাতালে বেডে দুই পক্ষের লোকজন মিলে ছেলে মেয়ের দুটোকে বিয়ে দিয়ে দিল।

তথ্য: বেলা ফুরাবার আগে।লেখক আরিফ আজাদ

মুসলমানের বাচ্চা অস্ত্র হাতে নেবে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয় করার জন্য।আজ তারা অস্ত্র তুলে নিচ্ছে হারাম প্রেম বিজয় করার জন্য।যিনা সম্পর্ক টেকানোর জন্য নিজের বাবা মাকে খুন করতে দ্বিধা করছে না।হায় আল্লাহ তুমি এদের বুঝ দান কর।তোমার আযাব আসার জন্য তো এই একটাই অপরাধ যথেষ্ট।

যিনার শাস্তি:

আল্লাহতালা বিয়ে বহিভূত সম্পর্ককে চিরকালের জন্য হারাম করে দিয়েছেন।বিয়ে বহিভূত প্রেম মানে অশ্লীলতা। এত শতবার সম্মতি থাকলেও সেটা অপবিত্র হারাম।বেগানা নারীর সাথে প্রেম করা খুবই গর্হিত কাজ। সেটা আবার ভালো মনে করা তো আরো জঘন্য অপরাধ। কোন ব্যক্তি যদি অকাট্য কোন হারাম বিধানকে হালাল মনে করে তাহলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। পবিত্র কোরআনে এই শ্রেণীর লোকদেরকে শায়েস্তা করার কথা বলা হয়েছে।

.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে। সূরা তাওবা ৯:২৯

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ـ رضى الله عنه ـ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيبِ عَامٍ.

যায়দ ইবনু খালিদ (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবিবাহিত ব্যভিচারী সম্পর্কে একশ’ বেত্রাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসনের নির্দেশ দিয়েছেন। বুখারী ২৬৪৯

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ الْيَهُودَ، جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ.

ইবনু উমর (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

ইয়াহূদীগণ নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - এর নিকট এক ব্যভিচারী পুরুষ এবং এক ব্যভিচারিণী নারীকে নিয়ে আসলো। তখন তিনি তাঁদের দু’জনকে শাস্তি দেয়ার নির্দেশ দিলে মসজিদে নাবাবীর নিকট জানাজা রাখার স্থানে তাদেরকে পাথর নিক্ষেপে মারা হয়। (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৮২০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৮৩২) বুখারী ৭৩৩২

সত্যিই যদি ফিরতে চান

ফুযাইল ইবনু ইয়ায (রহ) অত্যন্ত ভালো আলিম ছিলেন।দূর দূরান্ত থেকে তার ছাত্ররা পড়তে আসতো। প্রচুর ছাত্র ছিল।এখনো তাকে ইমাম হিসেবে মর্যাদা দিয়ে থাকেন মুসলিমরা।

প্রথম থেকে তিনি এমন ছিলেন না।প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন ডাকাত।মানুষ তার ভয়ে কাঁপতো।ডাকাত থাকা অবস্থায় তিনি একজন নারীকে পছন্দ করেন।নারীটি ছিল পরেজগার। তাকে পাত্তা দিত না।একদিন দেয়াল টপকে উনি সেই মেয়ের বাড়িতে যান।তখন মেয়েটি কোরআন তিলাওয়াত করছিল।সে তিলাওয়াত করছিল:

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَق যারা মুমিন, তাদের জন্যে কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? সুরা হাদীদ ৫৭:১৬

এই আয়াতটুকু শোনার পর ফুযাইলের উপর প্রভাব সৃষ্টি হয়।তিনি মনের অজান্তে বলে ফেলেন,হ্যাঁ সময় হয়েছে,হ্যাঁ সময় হয়েছে।এরপর তিনি ওই মেয়েটির সাথে দেখা করেননি।ডাকাতের পেশা তিনি ছেড়ে দেন।আন্তরিক তওবা পাল্টে দিয়েছিলো তার জীবন।ডাকাত ফুযাইল হয়ে গিয়েছিল বিখ্যাত ইমাম।আল্লাহর বন্ধুদের একজন হয়েছিলেন।তিনি একবিংশ শতাব্দীতে এমন কোন আলিম পাওয়া যাবে না যিনি ফুযাইলের নাম শুনেননি।তার ইলেম থেকে উপকার পাননি।ইতিহাসের পাতায় ফুযাইল (রহ) নামটি লেখা রয়েছে স্বর্ণাক্ষরে।

আমি কোনভাবে পারছিনা।সারাক্ষণ তার কল্পনা আমার তাড়া করছে।এতদিনের সম্পর্ক কিভাবে ব্যাক আপ করব।এসব লেইম এক্সকিউস দিয়ে বসে থাকলে কাজের কাজ কিছুই হবে না।

ইবনুল কাইয়ুম (রহ) বলেন,মানুষ স্বেচ্ছায় প্রেমে পড়ে।সে ইচ্ছে করে প্রেমিকাকে দেখে।তার কথা ভাবে।তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই।যেহেতু তার নিজের কারণেই তার প্রেম তীব্র হয়।তাই সে এবং শুধুমাত্র সেই-ই তার কারণে দায়ী থাকবে।এটা অনেকটা মদ পান করার মতই।মদ পান করা কারো ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে।কিন্তু এর ফলাফল (স্মৃতিভ্রম,হতাশা,অসুস্থতা)তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। কিন্তু যেহেতু সে ইচ্ছা করেই মদ পান শুরু করেছিল।তাই,এটা আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল এ কথা বললে তাকে মাফ করা হবে না।

তথ্য: Mohammed Salih al-munajjid lust p-10

পদক্ষেপ না নিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে কোন ফায়দা হবে না।আমি ফিরতে পারছি না এই কারণ গ্রহণযোগ্য হবে না।আপনার ফেরার জন্য শক্তপোক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে।যিনা ব্যাভিচার থেকে আলোতে যেতে হবে আপনাকে।কারণ আপনার যেতে হবে জান্নাত।আপনি একটু চেষ্টা করলে আল্লাহ তায়ালা আপনার ফিরে আসার পর সহজ করে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

এজন্য কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে—

আন্তরিক তওবা: তওবা হল কাজটি পুনরায় আর না করা।যদি কোন হারাম কোন কিছু থেকে ফিরে আসতে হয় তবে অবশ্যই আপনার তওবা করতে হবে আর নিয়ত করতে হবে আর কখনো সেই গুনাহটি আপনি করবেন না।হাদীসে আছে:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ - عَنْ غَيْلاَنَ، - وَهُوَ ابْنُ جَامِعٍ الْمُحَارِبِيُّ - عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي . فَقَالَ " وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ " . قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله

عليه وسلم " وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ " . قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فِيمَ أُطَهِّرُكَ " . فَقَالَ مِنَ الزِّنَى . فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَبِهِ جُنُونٌ " . فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ . فَقَالَ " أَشَرِبَ خَمْرًا " . فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ . قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَزَنَيْتَ " . فَقَالَ نَعَمْ . فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ قَائِلٌ يَقُولُ لَقَدْ هَلَكَ لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ وَقَائِلٌ يَقُولُ مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ - قَالَ - فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ جُلُوسٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ " اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ " . قَالَ فَقَالُوا غَفَرَ اللَّهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ . - قَالَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ " . قَالَ ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الأَزْدِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي . فَقَالَ " وَيْحَكِ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ " . فَقَالَتْ أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ . قَالَ " وَمَا ذَاكِ " . قَالَتْ إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَا . فَقَالَ " آنْتِ " . قَالَتْ نَعَمْ . فَقَالَ لَهَا " حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ " . قَالَ فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ قَالَ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ . فَقَالَ " إِذًا لاَ نَرْجُمَهَا وَنَدَعَ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ " . فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ إِلَىَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ . قَالَ فَرَجَمَهَا .

মুহাম্মাদ ইবনু ‘আলা হামদানী (রহঃ) সুলাইমান ইবনু বুরাইদাহ্ (রহঃ) তাঁর পিতার হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, মা’ইয ইবনু মালিক নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে পবিত্র করুন। তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমার দুর্ভাগ্য। তুমি প্রত্যাবর্তন কর এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাওবাহ্ কর। বর্ণনাকারী বলেন যে, লোকটি অল্প দূর চলে গিয়ে আবার ফিরে এলো। এরপর বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে পবিত্র করুন। বর্ণনাকারী বলেন যে, লোকটি অল্প দূর গিয়ে আবার ফিরে আসলো এবং বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে পবিত্র

করুন। তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমার দুর্ভাগ্য। তুমি প্রত্যাবর্তন কর এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাওবাহ্ কর। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পূর্বের মতই কথা বললেন, যখন চতুর্থবার মা’ইয একই কথা বলল, আমাকে পবিত্র করুন হে আল্লাহর রসূল! রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন, কোন বিষয়ে আমি তোমাকে পবিত্র করবো? তখন সে বলল, যিনার পাপ হতে। সুতরাং রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার (সঙ্গী-সাথীদের নিকট) জিজ্ঞেস করলেন, তার মধ্যে কি কোন পাগলামী আছে? তখন তাঁকে জানানো হলো যে, সে পাগল নয়। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে মদ্যপান করেছে কি? তখন এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হলো এবং তার মুখ শুঁকে দেখল, সে তার মুখ থেকে মদের গন্ধ পেল না। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি যিনা করেছ? প্রতি উত্তরে সে বলল, জী-হ্যাঁ। অতএব রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার প্রতি (ব্যভিচারের শাস্তি প্রদানের) নির্দেশ দিলেন। এরপর তাকে পাথর নিক্ষেপ করা হলো। সুতরাং এ ব্যাপারে জনগণ দু’দলে বিভক্ত হয়ে গেল। একদল বলতে লাগল, নিশ্চয় সে (মা’ইয) ধ্বংস হয়ে গেছে। নিশ্চয় তার পাপ কার্যত তাকে ঘিরে ফেলেছে। দ্বিতীয় দল বলতে লাগল, মা’ইয এর তাওবার চেয়ে উত্তম (তাওবার অনুশোচনা) আর হয় না। সে প্রথমে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে আগমন করলো এবং নিজের হাত তাঁর হাতের উপর রাখলো। এরপর বলল,আমাকে পাথর দ্বারা হত্যা করুন। বর্ণনাকারী বলেন যে, দু’ তিন দিন পর্যন্ত মানুষ কেবল এ কথাই বলাবলি করছিল। এরপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আগমন করলেন এবং দেখলেন যে, সাহাবাগণ বসে আছেন। তিনি প্রথমে সালাম দিলেন, এরপর বসলেন এবং বললেন, তোমরা মা’ইয ইবনু মালিক-এর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তখন তাঁরা বললেন, আল্লাহ! মা’ইয ইবনু মালিককে ক্ষমা করুন। এরপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

বললেন, সে এমনভাবে ‘তাওবাহ্’ করেছে, যদি তা একটি উম্মাতের লোকদের মাঝে বণ্টিত হয় তবে সকলের জন্যই তা যথেষ্ট হতো।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তাঁর নিকট আযদ গোত্রের গামিদ পরিবারের এক মহিলা আগমন করলো এবং বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে পবিত্র করুন। তখন তিনি বললেন, তোমার দুর্ভাগ্য তুমি ফিরে যাও এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাওবাহ্ কর। তখন মহিলা বলল, আপনি কি আমাকে সেভাবে ফিরিয়ে দিতে চান যেভাবে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন মা’ইয ইবনু মালিককে? তখন তিনি বললেন, তোমার কী হয়েছে? মহিলা বলল, আমি ব্যভিচারের কারণে গর্ভবতী হয়েছি। তিনি (রসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এমন কাজ করেছ? সে প্রতি উত্তরে বলল, জী-হ্যাঁ। তখন তিনি তাকে বললেন, তোমার গর্ভের সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা কর। বর্ণনাকারী বলেন যে, এক আনসারী ব্যক্তি তার গর্ভের সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত তার দায়িত্ব গ্রহণ করলো। বর্ণনাকারী বলেন, কিছুদিন পর ঐ ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বলল, গামিদীয় মহিলা তো সন্তান প্রসব করেছেন। তখন তিনি বললেন, এমতাবস্থায় তার ছোট শিশু সন্তানকে রেখে আমি তাকে ‘রজম’ করতে পারি না। কেননা তার শিশু সন্তানকে দুধপান করানোর মত কেউ নেই। তখন এক আনসারী লোক দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি তার দুধপান করানোর দায়িত্ব নিলাম। তখন তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করার আদেশ করলেন। মুসলিম,হাদীস নং ৪৩২৩। (ই. ফা ৪২৮২, ই. সে. ৪২৮৩)

আবূ নুজাইদ ইমরান ইবনে হুসাইন খুযা‘য়ী (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

জুহাইনা গোত্রের এক নারী আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর খিদমতে হাজির হল। সে অবৈধ মিলনে গর্ভবতী ছিল। সে বলল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি দণ্ডনীয় অপরাধ করে ফেলেছি তাই আপনি আমাকে শাস্তি দিন!’ সুতরাং আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার আত্মীয়কে ডেকে বললেন, ‘‘তুমি একে নিজের কাছে যত্ন সহকারে রাখ এবং সন্তান প্রসবের পর একে আমার নিকট নিয়ে এসো।’’ সুতরাং সে তাই করল

(অর্থাৎ প্রসবের পর তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাছে নিয়ে এল)। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাপড় তার (শরীরের) উপর মজবুত করে বেঁধে দেওয়ার আদেশ দিলেন। অতঃপর তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলার আদেশ দিলেন। অতঃপর তিনি তার জানাযার নামায পড়লেন। উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁকে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এই মেয়ের জানাযার নামায পড়লেন, অথচ সে ব্যভিচার করেছিল?' তিনি বললেন, ''(উমার! তুমি জান না যে,) এই স্ত্রী লোকটি এমন বিশুদ্ধ তওবা করেছে, যদি তা মদীনার ৭০টি লোকের মধ্যে বণ্টন করা হত তা তাদের জন্য যথেষ্ট হত। এর চেয়ে কি তুমি কোন উত্তম কাজ পেয়েছ যে, সে আল্লাহর জন্য নিজের প্রাণকে কুরবান করে দিল?'' (মুসলিম ১৬৯৬, তিরমিযী ১৪৩৫, নাসায়ী ১৯৫৭, আবূ দাউদ ৪৪৪০, ইবনু মাজাহ ২৫৫৫, আহমাদ ১৯৩৬০, ১৯৪০২, দারেমী ২৩২৫)

উনাদের তওবা এত সুন্দর ছিল আল্লাহতায়ালা তাদের তওবা কবুল করেছেন সুবাহানাল্লাহ।শুধু ক্ষমা করেন নাই তারা হয়ে গিয়েছিলেন বিশুদ্ধ চিত্তের অধিকারী।আসলে গুনাহ যতই বড় হোক রব্বুল আলামীন যদি সহিহ করে তওবা করতে পারে তাকে আল্লাহতায়ালা তাকে মাফ করে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيَّ - عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَالَّتِهِ إِذَا وَجَدَهَا "

.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের কোন লোক হারানো প্রাণী পাওয়ার পর যে সমান আনন্দিত হয়, তোমাদের তাওবার কারণে আল্লাহ তা'আলা এর চেয়েও বেশি খুশী হন। মুসলিম, হাদীস নং ৬৮৪৬ (ই. ফা. ৬৭০১, ই. সে. ৬৭৫৬)

মাঝেমধ্যে আমরা প্রবৃতির কাছে দুর্বল হয়ে ভয়ানক অপরাধ করে ফেলি। কিন্তু অপরাধ যতই ভয়ঙ্কর হক বসে থাকা যাবে না যতবারই গুনাহ করা হবে চেষ্টা করতে হবে ফিরে আসার জন্য।তারপর দৃঢ়ভাবে তওবা করতে হবে একদিন আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মাফ করে দিয়ে সঠিক পথের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ।

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে-শুনে তাই করতে থাকে না।

সুরা ইমরান ৩:১৩৫

খালি মুখে বারবার আল্লাহ কাছে ইস্তেগফার করলাম। আবার সে একি গুনাহ করলাম এমন তওবা হবে না। অন্তরে কোন অনুশোচনা নেই,পাপের জন্য অনুতাপ নাই এমন গাফিলে তওবা আল্লাহ কবুল করবে না। তওবা মানে হলো অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ দিকে ফিরে আসতে হবে।গুনাহ বাদ দিয়ে জেনেশুনে বারবার একই গুনাহ করা যাবে না।

প্রিয় ভাই ও বোন গুনাহ ছেড়ে আল্লাহর দরবারে ফিরে আসুন।তার রহমতের দরজা সব সময় খোলা থাকে।মা, বাবা মুখ ফিরিয়ে রাখতে পারে কিন্তু আল্লাহতায়ালা মুখ ফিরিয়ে নেন না।আল্লাহতালার দরজা কখনো বন্ধ থাকে না।প্রতি রাতেই আল্লাহতায়ালা তার রহমতের দরজা খুলে দেন পাপাচারিকে তিনি ডাকতে থাকেন মাফ করে দেয়ার জন্য।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "يَا ابْنَ آدَمَ! إنَّكَ مَا دَعَوْتنِي وَرَجَوْتنِي غَفَرْتُ لَك عَلَى مَا كَانَ مِنْك وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُك عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتنِي غَفَرْتُ لَك، يَا ابْنَ آدَمَ! إنَّك لَوْ أتَيْتنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُك بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন- রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ্ তা‘আলা বলেছেনঃ হে আদম সন্তান! যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে ডাকবে এবং আমার কাছে (ক্ষমা) প্রত্যাশা করবে, তুমি যা-ই প্রকাশ হোক না কেন আমি তা ক্ষমা করে দেব- আর আমি কোন কিছুর পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তোমার গোনাহ্ যদি আকাশ সমান হয়ে যায় আর তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও, তাহলে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব। হে আদম সন্তান! যদি তুমি পৃথিবী পরিমাণ গোনাহ্ নিয়ে আমার কাছে আস এবং আমার সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক না করে (আখেরাতে) সাক্ষাত কর, তাহলে আমি সমপরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার সঙ্গে সাক্ষাত করবো। [তিরমিযী (নং-৩৫৪০) ভুল যা হবার হয়ে গেছে তা নিয়ে বসে থাকলে চলবে না।ভুল যদি রিপিট হয়ে থাকে আল্লাহর কাছে চুপিসারে মাফ চেয়ে নিতে হবে অবশ্যই আল্লাহ তাকে মাফ করে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ ".

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

যে, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ প্রকৃত মু'মিন একই গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না। [মুসলিম৫৩/১২, হাঃ ২৯৯৮, আহমাদ ৮৯৩৭] আধুনিক প্রকাশনী- ৫৬৯৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৫৯০) বুখারী,৬১৩৩

আল্লাহতায়ালা তার বিচারক গুণটি বলার আগে পরম করুনাময় অসীম দয়ালু উল্লেখ করেছেন।তিনি অসীম দয়ার ভান্ডার বিচারকের আগে তিনি দয়ালু।আমরা যারা প্রতিনিয়ত নিজেদের প্রবৃত্তি ধোঁকায় হাবুডুবু খাচ্ছি, দিনের পর দিন অবাধ্য হচ্ছি, গুনাহার সাগরে মজা আছি আমরা যদি আন্তরিকতার সাথে আল্লার দিকে ফিরে আসি। অনুতপ্ত ক্ষমা চাই তিনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।তিনি বিচারকের আগে দয়ার ভূমিকা উল্লেখ করেছেন।

বেলা ফুরাবার আগে।লেখক আরিফ আজাদ

প্রকৃত ভালোবাসা :

অন্তরে আল্লাহতায়ালার ভালোবাসা না থাকে অটোমেটিক সেখানে মানুষের প্রতি ভালোবাসা চলে আসবে।

ইবনুল কাইয়্যিম বলেছেন: আমাদের দেহ অলস হয়ে পড়লেও,অন্তর কখনো অলস হয় না।আমাদের নাফস আমাদেরকে হয় ভালোর দিকে নতুবা খারাপ কাজে ব্যস্ত রাখে। তারিকুল হিজরাতাইন পৃ:৪১৩

শেখ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ ব্যাখ্যা করে বলেন: কারো অন্তরে যদি আল্লাহর প্রতি তীব্র ভালোবাসা না থাকে,তবে সে অন্তর স্বাভাবিক ভাবে অন্য কারো ভালোবাসা দ্বারা পূর্ণ হয়ে যাবে।আমাদের নাফস কখনো অলস থাকে না।আমরা যদি একে আল্লাহর অনুগত ব্যস্ত না রাখি,তবে তা আমাদেরকে আল্লাহর অবাধ্যতায় ব্যস্ত রাখবে। muhammad Salih Al munajjid lust,p. 24-25

আল্লাহর প্রতি তীব্র ভালোবাসা না থাকলে সেখানে মানুষের প্রতি তীব্র ভালোবাসা চলে আসে।তেমনি আমাদের কল্পনাতে তখন আল্লাহর চাইতে মানুষের প্রাধান্য বেশি থাকে আমাদের চিন্তা-চেতনায় যদি আল্লাহর জিকির,তার বড়ত্ব,নবীজির প্রতি ভালোবাসা না থাকে তাহলে চিন্তা ঠিকই হারামের দিকে চলে যাবে। অন্তর কখনো খালি থাকে না একটা কিছু না কিছু দিয়ে ভরা থাকে। সেজন্য অন্তরকে হালাল কাজে ব্যস্ত রাখতে হয়।

শাইখ সালে আল-মুনাদজিদ বলেন কারণ তোরে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা আর প্রেম একসাথে জায়গা নিতে পারে না। Ibid,p.15

হালাল ভালোবাসা অন্তরে জায়গা নিলে সেখানে হারাম ভালোবাসার সরে যায়।অন্ধকার দূর হয়ে আলোর দেখা দেয়। ঠিক তেমনি ইসলাম সমর্থিত ভালোবাসা নিজের হৃদয়কে রাঙিয়ে নিন।হারাম থেকে বেঁচে থাকা খুব ইজি হয়ে যাবে।হারাম ভালোবাসার বিকল্প অনেক সমাধান রয়েছে:

★আল্লাহ তাঁর রাসূলকে ভালোবাসতে হবে সবচেয়ে বেশি।তখন ঈমান দৃঢ় হবে।এজন্য ইসলাম সহিহ করে প্র্যাকটিস করতে হবে।তারপরই অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা নবীজির ভালোবাসা জায়গা নেয়।

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তোমাদের কেউ প্রকৃত মু’মিন হতে পারবে না, যতক্ষন না আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষের অপেক্ষা অধিক প্রিয়পাত্র হই।(মুসলিম ১/১৬ হাঃ ৪৪, আহমাদ ১২৮১৪) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১৪, ইসলামী ফাউন্ডেশনঃ ১৪)

★পিতা মাতার ভালবাসা ইসলামের দৃষ্টিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাদের খেদমত করা, খোঁজখবর করার নেয়া তাদের অসুখ-বিসুখের সেবা যত্ন করা।এই ভালোবাসা যদি জায়গা নেয় তখন হারাম ভালোবাসা অনেক দূরে চলে যায়।কারণ বাবা-মার ভালোবাসা অসাধারণ এই ভালোবাসা যদি মর্যাদা দেয়া যায় তখন হারাম ভালোবাসা থেকে অনেকটা দূরে চলে আসা যায়।

وَعَنهُ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «رَغِمَ أَنفُ، ثُمَّ رَغِمَ أنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أنْفُ مَنْ أدْرَكَ أبَويهِ عِنْدَ الكِبَرِ، أَحَدهُما أَوْ كِلَيهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الجَنَّةَ». رواه مسلم

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘তার নাক ধূলিধূসরিত হোক, অতঃপর তার নাক ধূলিধূসরিত হোক, অতঃপর তার নাক ধূলিধূসরিত হোক, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল; একজনকে অথবা দু’জনকেই। অতঃপর সে (তাদের খিদমত ক’রে) জান্নাত যেতে পারল না।’’ মুসলিম ২৫৫১, আহমাদ ৮৩৫২

★হারাম ভালোবাসা থেকে সবচেয়ে বেরিয়ে আসার প্রধান মাধ্যম হলো বিবাহ।আপনি যখন একটি হালাল সঙ্গী পাবেন আপনার স্ত্রী বা স্বামী তবে আপনি আর আপনার হালাল ভালোবাসাটা জাহির করতে পারবেন।তখন আপনি হালালভাবে তার সাথে ঘুরতে পারবেন,তার সাথে খেতে যেতে পারবেন,সহবাস করতে পারবেন আর এতে কোন বাঁধা থাকে না। ইসলাম,সমাজ এই ক্ষেত্রে কোন বাঁধা দেয় না।শান্তিতে তার সাথে সকল

সম্পর্ক উপভোগ করা যায়।সুবাহানাল্লাহ!হাদিসটি কত চমৎকার এখানে চাহিদা মেটানোর জন্য স্থির সাথে মেলামেশা করলেও সাওয়াব পাবে।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَيْضًا، "أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ؛ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ: أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ؟ إنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ، كَانَ لَهُ أَجْرٌ".[رَوَاهُ مُسْلِمٌ].

আবূ যর (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

রাসূলুল্লাহর কিছু সাহাবী নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল! বিত্তবান লোকেরা প্রতিফল ও সওয়াবের কাজে এগিয়ে গেছে। আমরা নামায পড়ি তারাও সেরকম নামায পড়ে, আমরা রোযা রাখি তারাও সেরকম রোযা রাখে, তারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ সদকা করে।তিনি বলেনঃ আল্লাহ্ কি তোমাদের জন্য এমন জিনিস রাখেননি যে তোমরা সদকাহ্ দিতে পার। প্রত্যেক তাসবীহ্ (সোবহান আল্লাহ্) হচ্ছে সদকাহ্, প্রত্যেক তাকবীর (আল্লাহু আকবার) হচ্ছে সদকাহ্, প্রত্যেক তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ্) হচ্ছে সদকাহ্, প্রত্যেক তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) হচ্ছে সদকাহ্, প্রত্যেক ভালো কাজের হুকুম দেয়া হচ্ছে সদকাহ্ এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত করা হচ্ছে সদকাহ্। আর তোমাদের প্রত্যেকে আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও হচ্ছে সদকাহ্।তারা জিজ্ঞাসা করেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে কেউ যখন যৌন আকাঙ্খা সহকারে স্ত্রীর সাথে সম্ভোগ করে, তাতেও কি সওয়াব হবে?তিনি বলেনঃ তোমরা কি দেখ না, যখন সে হারাম পদ্ধতিতে তা করে, তখন সে গোনাহগার হয় কি না! সুতরাং অনুরূপভাবে যখন সে ঐ কাজ বৈধভাবে করে তখন সে তার জন্য প্রতিফল ও সওয়াব পাবে।" [মুসলিমঃ ১০০৬]

বোনেরা আপনার ভবিষ্যৎ স্বামীর জন্য আপনার রুপ লাবণ্যকে হেফাজত করুন।তার জন্য হাসুন,তার সাথে সময় উপভোগ করুন।আল্লাহর অবাধ্যতায় কোন সুখ নেই শান্তি নেই। আজ যে ছেলেটার হাত ধরে আছেন সেই ছেলেকে আজকে ছেড়ে দিন। এই মুহূর্তে জানিয়ে দিন তার আর আল্লাহর মাঝে আল্লাহকেই বেছে নিবেন।আজ থেকে তার সাথে সকল সম্পর্ক ভেঙে দিন এবং যত দ্রুত পারেন বিবাহ করে নিন।বা তার সাথে হালালভাবে সম্পর্ক করতে মা-বাবার অনুমতি নিয়ে বিবাহ করেনিন।

ভাইয়েরা ক্যাম্পাসে যে মেয়ের সাথে সময় কাটান বা তাকে নিয়ে ভাবেন কাউকে নিয়ে আপনি আর ভাববেন না,আল্লাহ ছাড়া।তাকে বলে দিন আল্লাহর জন্য তাকে ত্যাগ করছেন।তার সাথে কাটানো সকল স্মৃতি সকল মুহূর্ত আল্লাহর জন্য মুখে ফেলুন,আল্লাহর দিকে গিয়ে যান।

স্বামী স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক শুধু হালাল নয় সাথে যে কোন হালাল কাজ পরিবারের জন্য করলে আল্লাহ সওয়াব দেন।আপনি যদি পরিবারের জন্য খরচ করেন, স্ত্রীকে খাইয়ে দেন, পরিবারকে সময় দেন, নেক সন্তান রেখে যান,নেক পরিবার রেখে যান ইত্যাদি পরিবার কেন্দ্রিক সবকিছুই সওয়াবের অংশ।

★নিজের সন্তানকে ভালোবাসুন। সন্তানকে ভালবাসলে পরকীয়ার মতন হারাম সম্পর্ক সহজে হয় না।পরকীয়া করার আগে আপনি তখন আপনার সন্তানের কথা চিন্তা করবেন।পরকীয়া মাধ্যমে একটি সংসার তো ভেঙে যায় সাথে সন্তানদের ভবিষ্যতেও ধ্বংস হয়ে যায় অনেক সময়।পরকীয়া কারীর শাস্তি খুবই ভয়ঙ্কর।

*<u>দ্বীনি বন্ধু:</u>*এখনকার সমাজে ছেলেমেয়েরা সহজে বন্ধুদের মাধ্যমে প্রভাবিত হয় তাই বন্ধু নির্বাচনে হতে হবে সচেতন দ্বীনদার বন্ধু থাকলে সে দুনিয়া ও আখিরাতে আপনার এগিয়ে আসবে।

عَنْ أَبِىْ مُوْسَى رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُّحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنْ يُّحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيْحًا خَبِيْثَةً.

আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘ভাল এবং মন্দ লোকের সাথে বন্ধুত্বের দৃষ্টান্ত যথাক্রমে আতর বিক্রেতা ও কামারের হাঁপরে ফুঁক দানকারীর মত। আতর বিক্রেতা হয়তো তোমাকে এমনিতেই কিছু আতর দিতে পারে অথবা তুমি তার নিকট থেকে কিছু কিনে নিতে পার, অন্যথা তুমি তার সুঘ্রাণ পাবেই। আর কামারের হাঁপরের ফুলকি তোমার জামা-কাপড় জ্বালিয়ে দিতে পারে। এটা না হলেও তুমি তার ধোঁয়ার গন্ধ পাবেই’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০১০)।

প্রডাক্টিভ কাজে ব্যস্ত থাকা:

অলস মস্তিষ্ক শয়তানের আড্ডা।আপনি যতই নিজেকে অলস বানিয়ে রাখবেন তত বেশি শয়তান আপনাকে কাবু করতে পারবে।পূর্বের কথা বারবার মনে পড়বেন,খারাপ চিন্তা মাথায় আনবে,দুশ্চিন্তায় ঘিরে রাখবে,ভবিষ্যৎ চিন্তায় মশগুল রাখবে,তাই নিজেকে সবসময় ব্যস্ত রাখা খুবই জরুরী।এজন্য সবচেয়ে ভালো দ্বীনের জন্য কিছু না কিছু করার।এতদিন যতো গুনাহ করেছেন তার জন্য কাফফারা করার জন্য বেশি ইবাদত করা।শয়তান থেকে বাঁচাতে নিজেকে ব্যস্ত রাখা যেমন বাসার সদস্যকে সাহায্য করার মাধ্যমে,গাছ লাগানো এগুলোর যত্ন নেয়া,আম্মুকে কাজে সাহায্য করা,বাবাকে বাজারে সাহায্য করা,ইসলামিক লেকচার শোনা,দ্বীনি ভাইদের সাথে সময় কাটানো,তালিম, ইসলামে মজলিসে যাওয়া,মোটিভেশনাল কোন কাজ করা,সোশাল ওয়ার্ক করা,আত্মীয়-স্বজনের খবর রাখা তাদের কোন বিপদ হলে পাশে থাকা,পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকা,ইসলামিক বা ভালো কোনো কোর্স করা ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যস্ত থাকা যাতে শয়তান আপনাকে কাবু করতে না পারে তাই কাজগুলো করা অতীব জরুরি।

কখনো একা পড়ে থাকবেন না একা থাকলে শয়তান সহজেই সেই মানুষটাকে কাবু করতে পারে।আল্লাহ বলেছেন জামাতবদ্ধ থাকতে।জামাতবদ্ধ থাকলে তাকে শয়তান ধোকা দিতে পারে না।পরিবারের, বন্ধুবান্ধবদের সাথে থাকবেন।যত একা থাকবেন তত মন খারাপ উঁকি দিবে।কোন কাজ না পেলে অন্তত ওজু করে নামাজ পড়বেন যাতে করে শয়তানের ওয়াসওয়াসায় আপনি

আক্রান্ত না হন।রোজা রাখবেন এতে ঈমান মজবুত হয়।যদি সম্ভব হয় বিয়ে করতে পারেন শয়তান তখন ধোঁকা দিতে পারবে না।

আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া: আল্লাহ সাহায্য ছাড়া কোন কিছু করার তৌফিক হয় না।তাই নিজেকে শপে দিন আল্লাহর কাছে।এই গুনাহ থেকে বের হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম বলেন: যদি সব ওষুধের কাজ না হয় তাহলে তো শুধু একটা দরজায় খোলা থাকে।সে যেন একান্ত ভাবে তাকে ডাকে যিনি বান্দাদের একান্ত প্রয়োজনে সাড়া দেন। সে যেন তার দরজার সামনে অনুনয় আর বিনয় নিয়ে দাঁড়ায়।যে এমনটা করতে পারে, সে তো সাফল্য লাভ করে। muhammad Salih Al munajjid lust p.36

আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় চান।অশ্লীল উপায়ে উপকরণ থেকে দূরে থাকার শপথ গ্রহণ করুন।হাদিসে অনেকগুলো দোয়া বর্ণিত হয়েছে এগুলো নিয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চান।যেমন দোয়া হলো;

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ، عَنْ بِلاَلِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ أَبِيهِ، شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي تَعَوُّذًا أَتَعَوَّذُ بِهِ . قَالَ فَأَخَذَ بِكَتِفِي فَقَالَ " قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي " . يَعْنِي فَرْجَهُ . قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ بِلاَلِ بْنِ يَحْيَى .

শাকাল ইবনু হুমাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) – এর কাছে এসে বললাম , হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাকে আশ্রয় প্রার্থনার একটি বাক্য শিখিয়ে দিন যা দিয়ে আমি (আল্লাহ্‌ তা’আলার নিকটে) আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারি। বর্ণনাকারী বলেন, আমার হাত ধরে তিনি বললেন, তুমি বল, “হে আল্লাহ্‌! তোমার কাছে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার কানের অনিষ্ট, আমার চোখের (দৃষ্টির) অনিষ্ট, আমার জিহবার (কথার) অনিষ্ট, আমার মনের অনিষ্ট এবং আমার বীর্য অর্থাৎ লজ্জাস্থানের অনিষ্ট হতে”।সহীহঃ মিশকাত (হাঃ ২৪৭২), সহীহ আবূ দাউদ (হাঃ ১৩৮৭) তিরমিযী (হা:৩৪৯২)

ইসলামিক নিয়ম পালন করা:

সত্যিই যদি ফিরে আসতে হয় তবে আল কুরআনের দিকে ফিরে যেতে পারি না?আমরা তো বিশ্বাস করি আল কোরআন সঠিক জীবন বিধান।আল্লার দেয়া নিয়মের মাধ্যমে ফিরে আসার মতো উত্তম আর কি আছে।আল্লাহতায়ালা বিভিন্নভাবে আমাদেরকে খারাপ কাজ থেকে উদ্ধার করতে নির্দেশনা দিয়েছে।শয়তানের ধোঁকায় যাতে আমরা না পড়ি আল্লাহতালা স্পষ্ট বলেছেন:

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গর হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। সুরা নুর ২৫:৩০।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ الإِيَادِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَلِيٍّ " يَا عَلِيُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ " .

ইবনু বুরাইদাহ (রাঃ) হতে তার পিতা হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলী (রাঃ)-কে বললেন, “হে ‘আলী! কোন নারীকে একবার দেখার পর দ্বিতীয়বার দেখবে না। কেননা তোমার জন্যে প্রথমবার দেখার অনুমতি আছে, কিন্তু দ্বিতীয়বার দেখা যায়িয নয়। আবু দাউদ:২১৪৯

حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ص: 73] يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ؛ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ: نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

‘আবদুল্লাহ ইব্‌নু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, ফযল ইব্‌নু ‘আব্বাস (রাঃ) একই বাহনে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পিছনে আরোহণ করেছিলেন। এরপর খাশ‘আম গোত্রের এক মহিলা উপস্থিত হল। তখন ফযল (রাঃ) সেই মহিলার

দিকে তাকাতে থাকে এবং মহিলাটিও তার দিকে তাকাতে থাকে। আর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফযলের চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে দিতে থাকেন। মহিলাটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর বান্দার উপর ফার্‌যকৃত হাজ্জ আমার বয়োঃবৃদ্ধ পিতার উপর ফার্‌য হয়েছে। কিন্তু তিনি বাহনের উপর স্থির থাকতে পারেন না, আমি কি তাঁর পক্ষ হতে হাজ্জ আদায় করবো? তিনি বললেনঃ হাঁ (আদায় কর)। ঘটনাটি বিদায় হাজ্জের সময়ের। (বুখারী পর্ব ২৫/১ হাঃ ১৫১৩, মুসলিম পর্ব ১৫/৭১, হাঃ ১৩৩৪)

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

চোখের চুরি এবং অন্তরের গোপন বিষয় তিনি জানেন। সুরা মুমিন৪০:১৯

আল্লাহতায়ালা বারবার ফিরে তাকানো কে “চোখের খিয়ানত” বলেছেন যার মানে হল কারো কাছে কিছু গচ্ছিত রাখলে কিন্তু সেই জিনিস অপব্যবহার করা হলো বা আত্মসাৎ করলো।চোখ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে সে আমানত আল্লাহ সে আমানত দিয়ে আমরা ভুল কিছু দেখব এটা খিয়ানত নয় কি?

দৃষ্টি সংযত বলতে বুঝায় চোখ বন্ধ করে হাঁটা নয় আসলে তা হল যখনই পরনারীর দিকে চোখ পড়বে সাথে সাথে চোখ ফিরিয়ে নিতে হবে।দ্বিতীয়বার তাকানো যাবে না।

এখনকার ট্রেন্ড “ক্রাশ” যেটা ইসলামিক দৃষ্টিতে অন্তদৃষ্টির রোগ হয়। সে রোগ সারাবার পথ কি? আল্লাহকে ভয় করা। আজ আমি যে ছেলে বা মেয়ের সাথে ক্রাশ খাচ্ছি, মজায় মেতে আছি,মোবাইলে কম্পিউটারের বদলে নীল দুনিয়ায় বিতরণ করছি এগুলো সব মুহূর্ত লিপিবদ্ধ হচ্ছে আমার আমলনামায়।হাশরের দিন সবকিছু বিন্দু পরিমাণ আল্লাহতায়ালা সামনে আনবেন।এর থেকে বাঁচার উপায় হল তাওবা করা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া দৃঢ় শপথ করা নামাজ ও তাহাজ্জুদে কান্না করে হেদায়েত চাওয়া।

উম্মুল মুমিনদের কাছে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে তারা পর্দার আড়াল থেকে উত্তর দিতেন আয়েশা (র:) কাছে ইলমের প্রয়োজনে কোন সাহাবি আসলে তিনি কণ্ঠ বিকৃত করে কথা বলতেন।যাতে আসল কণ্ঠস্বর কেউ বুঝতে না।

পারে।আর সেখানে আমরা বেহুদা কথায় মশগুল থাকি। বয়ফ্রেন্ডের সাথে যিনার কথায় মক্ত থাকি। কবে আমাদের লজ্জা হবে।

আল্লাহ তাআলা নবী-পত্নিগণকে বলেন-

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّ قُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا.

হে নবী-পত্নীগণ, তোমরা সাধারণ নারীদের মত নও। যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো। সুতরাং তোমরা কোমল কণ্ঠে কথা বলো না, পাছে অন্তরে ব্যাধি আছে এমন ব্যক্তি লালায়িত হয়ে পড়ে। -সূরা আহযাব (৩৩) : ৩২

আপনি কখনো আপনার সিনিয়র ভাইয়ের সাথে মিষ্টি স্বরে ভাইয়া বলে সম্বোধন করবেন না আড্ডা দেবেন না এতে করে আপনার প্রতি ননমাহারাম দুর্বল হয়ে পড়বে।ফলে আপনাকে নিয়ে তারা চিন্তায় মক্ত হবে, একান্ত মুহূর্তগুলোতে কল্পনায় আপনাকে নিয়ে বাজে চিন্তা করবে যা ভাবলে আপনার গা গুলিয়ে উঠবে।

আর লজ্জা ঈমানের অঙ্গ আল্লাহতালা নারীদের কে অন্দরমহলে বেশি থাকতে বলেছেন কারণ বাইরের জগতে ছেলে-মেয়ে একসাথে হলেই তাই প্রয়োজন ব্যতীত বাইরে যাওয়া চাকরি করাকে বিস্তারিত করেননি এক্ষেত্রে শুধু নারীর দোষ নয়। তাদের স্বামীও চাই স্ত্রী সৌন্দর্য দেখাতে। নারীকে এখন শেখানো হচ্ছে ক্যারিয়ার মানে তুমি সফল এজন্য একজন নারীর চাকরি করে ফলে অনেক সময় তার মাঝে নারীবাদিতা সৃষ্টি হয়। ফলে আজকাল নারীরা প্রয়োজন অতিরিক্ত চাকরি করছে ইসলামিক নিয়ম না মেনে এবং নিজেকে বেপর্দা প্রদর্শন করছে এর ফলে সৃষ্টি হচ্ছে ফিতনা।

নারীরা হলো ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যবান অলংকারের মতন। ঝিনুক যেমন মুক্তকে লুকিয়ে রাখে তেমনি নারী মূল্যবান সে থাকবে ঝিনুকের মাঝে লুকায়িত।নারী হলো তার পরিবার পিতা স্বামীর সম্পদ কারণ সেই পরিবারকে এগিয়ে নিয়ে যায়, সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়।একজন আদর্শ মাই পারে সমাজকে সৌন্দর্য দিতে।

তাবেয়ী আতা রাহ. বলেন, আমি ও উবায়েদ ইবনে উমায়ের আয়েশা রা.-এর কাছে (ইলম অর্জনের জন্য) যাতায়াত করতাম, তিনি তখন হজের সফরে ছুআয়র কূপের পাশে অবস্থান করছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তার হিজাব বা পর্দা কী ছিল? জবাবে তিনি বলেন, তিনি একটি তুর্কি তাবুতে ছিলেন, ভেতরে মোটা পর্দা ছিল, আমাদের মাঝে ও তার মাঝে এটাই পর্দা ছিল। হাদীসটির আরবী পাঠ এই-

كُنْتُ آتِي عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَا وَعُبَيْدٌ وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ فَقُلْتُ: وَمَا حِجَابُهَا؟ قَالَ: هِيَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ لَهَا غِشَاءٌ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذَلِكَ، وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعًا مُوَرَّدًا. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي الصَّحِيحِ هَكَذَا.

আমি এবং উবাইদ আয়েশা (রাঃ) যখন সাবীর উপত্যকায় বাস করতেন, তখন তাঁর সাথে দেখা করতাম, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন। আমি বললাম: তার ওড়না কী? তিনি বললেন: এটি একটি তুর্কি গম্বুজের মধ্যে রয়েছে যার একটি আচ্ছাদন রয়েছে, এবং আমাদের এবং এর মধ্যে কিছুই নেই, এবং আমি এর উপর একটি লালচে ঢাল দেখেছি। আল-বুখারী এটিকে সহীহ গ্রন্থে নিম্নরূপ অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

-সুনানে কুবরা, বায়হাকী ৫/৭৮

এর সাথে কিছু পদ্ধতির গ্রহণ করা যায় যেমন কখনো বিপরিত লিঙ্গের সাথে বসবে না বা ছেলে মেয়ে একসাথে পড়ে এমন প্রাইভেটে পড়বে না।মেয়েদের পেছনে বসবেনা।তাদের সাথে সহজে কথা বলবেনা হারাম প্রোগ্রাম যেমন বার্থডে দে,রং মাখামাখি ইত্যাদি প্রোগ্রামে যাবে না।ফিমিক্সিং ট্যুরে যাবে না। বন্ধুত্ব করার আগে যাচাই করে নিবে আসলে তোমার আখেরাতের বন্ধু হবে কিনা।অশ্লীল আড্ডাবাজি প্রেম করা জন্য তোমাকে ফুসলানো কাজ করে এমন বন্ধুত্ব করো না।সুন্নতি কায়দায় চলবে। বিপদলিঙ্গের সাথে গ্রুপ স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট করবে না।স্যারদেরকে ভদ্র করে জিনিসটা বুঝিয়ে বলবে।ক্লাস শেষে সরাসরি বাসায় চলে আসবে।বিপরীত লিঙ্গকে টিউশন করাবে না।বিয়ে-শাদির মতো ফ্রি মিক্সিং যেখানে হয় সেসব প্রোগ্রামে যাবে না।ভ্যালেন্টাইন্স ডে।পয়লা বৈশাখে যাবে না।স্কুল কলেজ কোচি সামনে জায়গায় যাবে

না।মেয়েদের পাশে বাসে বসবে না। মাথা নিচু করে হাঁটবে।লিফ্টে একাকী কোন বিপরীত লিঙ্গের সাথে উঠবে না। ভাবি দেবর দুলাভাই কাজিনদের সাথে অড্ডা দিবে না। শুধু অফলাইনে নয় অনলাইনও বাজে গ্রুপ, আজেবাজে পোস্ট, ভিডিও এগুলো থেকে দূরে থাকবে।গোপনে বিপরীত লিঙ্গ কে মেসেজ দিবে না।যদি অনলাইন কোর্স করতে হয় তাহলে অবশ্যই দেখবেন শিক্ষক বিবাহিত কিনা ফরহেজগার কিনা পর্দা মেইনটেইন করা যায় কিনা সেগুলো একটু যাচাই করে নিবেন।অপ্রয়োজনে পোস্টে কাউকে ফেইসবুক আইডিতে নেয়ার আগে যাচাই করবে কারণ অনেক পুরুষ মেয়ে সেজে আইডি খুলে।

সুবহানাল্লাহ!আয়েশা(র) উমর (র:) মতন নেককার মানুষের সামনে মারা যাওয়ার পরও পর্দা করতেন। সেখানে আমরা জীবিত অবস্থায় বেদ্বীন বেহায়া ছেলের সামনে লজ্জাবোধ করি না। কেয়ামতের দিন কিভাবে মুখ দেখাবো আল্লাহর কাছে।

বই:আকাশের ওপারে আকাশ

ব্রেকআপ: আল্লাহর কাছে আন্তরিক তওবার পর সাথে সাথে তার সাথে ব্রেকআপ করবেন এর জন্য দেখা করবেন না বা ফোনে কথা বলবেন না অনেক সময় ইমোশনাল করে আবার ফিরিয়ে নিতে পারে তাই মেসেজ পাঠাবেন।

মেসেজ রাতে পাঠাবে না কারণ তখন মানুসিক সাপোর্ট পাবেন না।পজিটিভ দ্বীনদার মানুষের পাশে রেখে মেসেজ দিবেন।তার মেসেজ আসলেও সিন করবে না। সাথে সাথে ডিলিট করে দিবেন সবচেয়ে ভালো হলো সীম চেঞ্জ করে ফেলবেন।ফেইসবুক আইডি চেঞ্জ করে ফেলবেন। পুরানো হিস্ট্রি ডিলিট করে দিবেন।নতুন করে সবকিছু করবেন।কোন উপহার স্মৃতি থাকলে ফেলে দিবেন।যারা জানত আপনাদের রিলেশন আছে সবাইকে বলবেন তওবা করে ফিরে এসেছেন যাতে তার কথা আপনার সামনে না তুলে।পরে আর খোঁজ নেয়ার কোন দরকার নেই যে সে কেমন আছে,পরিবর্তন হয়েছে কিনা।যদি তার পক্ষে বলতে আসে শুনতে চাইবেন না।

তার দোষ গুলো ভাবতে থাকবেন আপনার জীবনে কি কি ক্ষতি হয়েছে যেমন আপনার ক্যারিয়ারে প্রতি,আখিরাতের ক্ষতি, শারীরিক ক্ষতি।

ইবনুল জাওযী রহমাতুল্লাহ বলেন তার বিখ্যাত বই যাম্মুল হাওয়াতে মানুষের শরীর তার ভেতরে থাকা ময়লা এবং পোশাকে ঢেকে থাকা দুধগুলো কথা ভাবলে প্রেমের আকর্ষণ অনেকটা কমে যায়।

এজন্য বিখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসুদ (র:) বলেছেন তোমাদের মধ্যে কারো যখন কোন মহিলাকে ভালো লাগবে তখন সে যেন তার দোষ ত্রুটির কথা চিন্তা করে।

প্রেম করলে তোমার জীবনে কি ক্ষতি হতো একটি লিস্ট বের করবে।এই কেন্দ্রিক আয়াত,হাদিসগুলো পড়বে বারবার আর সব সময় মনে রাখবেন আল্লাহর জন্য আপনি ব্যাকআপ করেছেন।তার মানে এর বদলে আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিবে।আল্লাহর নেয়ামত গুলো ভাবতে থাকুন নেয়ামতের কাছে এটি কোন কিছুই না।সে ছিল আপনার জান্নাতে যাবার বাধা। মিউজিক মুভি সিনেমা নাটক এগুলো আর দেখবেন না এগুলো আরো প্রেমে উৎসাহ দেয়।ফ্রেন্ডের মধ্যে যারা প্রেম করে তাদের সাথে দূরে থাকবেন।ভালো বন্ধুত্ব করবেন।কিভাবে একাকীত্ব দূর করা যায় তা নিয়ে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ টিপস গুলো শুনবেন।বেশি বেশি জিকির করা শুরু করবেন,কোরআন তেলাওয়াত করবেন।

আবার ব্রেকআপ করলে প্রতিশোধর কথা মাথায় আনবেন না।এতে আপনি নিজে ধ্বংস হবেন আপনার সাথে সাথে আপনার পরিবারসহ ধ্বংস হয়ে যাবে।

ব্রেকআপ করে আবার আর একটা প্রেম করে অনেকে।যদি প্রেমের বেশি আকর্ষণ ফিল করেন তার বদলে বিয়ে করে নেন।

তারপর আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবেন বেশি বেশি লাগাতার আল্লাহর সাহায্য করবেন ইনশাআল্লাহ।

বই:আকাশের ওপারে আকাশ

পরিবারের ভূমিকা: এজন্য পরিবারে কিছু ভূমিকা পালন করতে হবে ছোটবেলা থেকে ইসলামী অনুশাসনে বড় করতে হবে বুঝাতে হবে কোনটি হারাম কোনটি হালাল।হারাম সম্পর্ক কত বড় ক্ষতি তা তাকে বোঝাতে হবে।দ্বীনি পরিবেশে রাখতে হবে।সুন্নতি পদ্ধতিতে চালাতে হবে।তার ত্রুটিগুলো সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে।

প্রেমের প্রকৃত বাস্তবতা বুঝান বিয়েকে প্রাধান্য দিতে বলুন।বিয়ের সহজ করতে হবে বিয়ের ক্ষেতে অনেক কুতকুতে। সেরা ছেলে মেয়ে বিয়ে করাবো এমন মনোভাব থেকে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য ছাড় দিয়ে সর্বোচ্চ যতটুক ভালো পাওয়া যায় তারমধ্যে বিবাহ ব্যবস্থা করতে হবে।

তার বন্ধু হবেন না কিন্তু বন্ধুর মতন সরল হবেন। যাতে সে সব শেয়ার করতে পারে ওইভাবে তাকে বড় করুন।কোথায় যাচ্ছে খোঁজখবর নেন, স্কুল কলেজে খোঁজ খবর রাখুন।হালকা শাসন করুন কিন্তু ভয়ের পরিবেশ তৈরি করবেন না যাতে সেই সব কিছু লুকিয়ে যায়।

ভার্সিটি না যাওয়া পর্যন্ত স্মার্ট ফোন দিবেন না।অশ্লীল পর্নোগ্রাফি বিকৃত কন্টেন এসব সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতে দিবেন না।

সিনেমা মুভি মিউজিক দেখতে দিবেন না, ফ্রি মিক্সিং পরিবেশে মিশতে দিবেন না।

অপ্রয়োজনে বাচ্চার হাতে টাকা দিবেন না সাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত আপনি কিনে দিবেন এতে করে সে ভবিষ্যতে নিজের দায়িত্ব নিতে পারবে কঠিন পরিস্থিতিতে সে এগিয়ে যেতে পারবে।

বই:আকাশের ওপারে আকাশ

সমাজের ভূমিকা: এই ভয়ংকর সমস্যা দূর করার জন্য সমাজের এগিয়ে আসতে হবে জুমার খুতবা এ সম্পর্কে বেশি বেশি আলোচনা করতে হবে।স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের এই সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে।যাদেরকে পারবেন বুঝাবেন।বিয়েকে সহজ করতে হবে।যারা অশ্লীলতার ছড়ায় সমাজে বয়কট করতে হবে। যেসব জায়গা যিনা ব্যাভিচার আসর বসে কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ নিতে হবে।তরুণদের জন্য খেলাধুলা,মসজিদকেন্দ্রিক প্রতিযোগিতা,কোথায়

ঘুরতে যাওয়া,একসাথে খাওয়া, ৪০ দিন জামাতে নামাজ পড়লে পুরস্কার দেয়া ইত্যাদি বিনোদনে বাস্তবতা করতে হবে।

নিজের ক্ষতি না করা: নেশা বা নিজের ক্ষতি করবেন না এতে আপনার প্রেমিক প্রেমিকার কিছুই হবে না আপনার ক্ষতি হবে।স্বাস্থ্য নষ্ট হবে, পরিবারের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হবে।পরিবার থেকে দূরে চলে যাবেন আর আত্মহত্যা করলে তো কবরের শাস্তি, জাহান্নামের শাস্তি,মা বাবার কষ্ট, নিজের ভীরু কাপুরুষ বোকা হওয়ার প্রমাণ, আল্লাহর দেয়া সুন্দর জীবনের নেয়ামত বঞ্চিত হওয়া।মনে মনে একটা কথাই ভাববে না আল্লাহ আপনার জন্য চক্ষু শীতলকারী জীবনসঙ্গিনী রেখেছেন সে আপনার সকল দুঃখ ভুলিয়ে দিবে। তার মাঝে থাকবে অনেক বরকত এবং শান্তি,থাকবে না কোন দুঃখ।

এর জন্য পরিবার ও বন্ধুদের এগিয়ে আসতে হবে তাদের হতাশার সময় যখন তাদের সময় দিতে হবে। যখন দেখবে হতাশায় ভুগছে আত্মহত্যা কেন্দ্রিক হয়ে গিয়েছে কিছু ভালো লাগে না বলছে তখন পরিবার ও বন্ধুরা বুঝাতে হবে এগিয়ে যাওয়ার অনেক কিছুই আছে,তাকে পজিটিভ জায়গায় নিয়ে যেতে হবে, তার সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে,তাকে বোঝাতে হবে মা বাবা,বন্ধু বন্ধুরাও তার পাশে আছে।

নজরের গোনা পুরনো প্রেমিক প্রেমিকার চিন্তার গুনাহ,চোখের গুনাহ,মনের গুনাহ যেকোনো গুনাহ হোক নিজেকে নিজে শাস্তি দিন। যতবারই গুনাহগুলো হবে কিছু টাকা দান করে দিবে বা প্রত্যেকবার দুই রাকাত করে নফল নামাজ পড়বে দেখবে শয়তান আর আপনাকে প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না।

বই: আকাশের ওপারে আকাশ

শেষকথা

প্রিয় ভাই ও বোন তুমি কখনো চাইবে না যিনারত অবস্থায় তোমার বাবা-মা তোমাকে দেখে ফেলুক।কারণ তুমি জানো তাদের সামনে বিব্রত অবস্থায় ধরা পড়াটা যে লজ্জার কাজ তা তুমি ঠিকই বোঝো। কিন্তু কেন বোঝোনা আল্লাহর সামনে যিনা করে ধরা পড়া আরও লজ্জা, ভয়ংকর গুনাহ। সবাইকে ফাঁকি দিতে পারলেও আল্লাহকে ফাঁকি দিতে পারবে না এমন কোন জায়গা নেই।যা আল্লাহ তাআলা দৃষ্টি সীমানার বাইরে তোমার কল্পনার জগত আল্লাহর আওতার বাইরে নয়।

لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

দৃষ্টিসমূহ তাঁকে পেতে পারে না, অবশ্য তিনি দৃষ্টিসমূহকে পেতে পারেন। তিনি অত্যন্ত সুক্ষদর্শী, সুবিজ্ঞ। সূরা আনআম ৬:১০৩

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

বলুনঃ আমার ও তোমাদের মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি তো স্বীয় বান্দাদের বিষয়ে খবর রাখেন ও দেখেন।

সুরা বনী ইসরাঈল ১৭:৯৬

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।সুরা নিসা ৪:১

শাইখ খালিদ আর রাশিদ খুব সুন্দর করে বলেছেন:

এটা যদি তুমি বিশ্বাস করো যে আল্লাহ তোমাকে দেখছেন না।তবে তুমি কত বড় কুফরীতে লিপ্ত আর আল্লাহ দেখেছেন এই বিশ্বাস নিয়ে যদি পাপাচারে লিপ্ত হয়, তবে কত কঠিন তোমার অবাধ্যতা কত বিশাল তোমার হঠকারিতা! তুমি কত বড় অবাধ্য,কত বড় নির্লজ্জ।

গোপন গুনাহ যখন করতে চান তখন আল্লার কথা স্মরণ করুন।আল্লাহর দৃষ্টিকে তুচ্ছ মনে করবেন না।আল্লাহ সহনশীল তাই সবকিছু দেখার পরও সহ্য করছেন।তার সহনশীলতা আর মহানুভবতার কারণে ধোঁকায় পড়ো না।ক্রমাগত পাপ করতে থাকার পর যদি উন্নতির শিখরে পৌঁছে যাও তাহলে শয়তানের ধোঁকায় পড়ো না।মনে রেখো এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাকে

দেয়া সামান্য অবকাশ মাত্র।অবকাশ শেষ হলে ঠিক কি তোমাকে পাকড়াও করা হবে।

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

জালেমরা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহকে কখনও বেখবর মনে করো না তাদেরকে তো ঐ দিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, যেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফোরিত হবে।

সুরা ইবরাহীম ১৪:৪২

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

কাফেররা যেন মনে না করে যে আমি যে, অবকাশ দান করি, তা তাদের পক্ষে কল্যাণকর। আমি তো তাদেরকে অবকাশ দেই যাতে করে তারা পাপে উন্নতি লাভ করতে পারে। বস্তুতঃ তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাজনক শাস্তি।

সুরা ইমরান ৩:১৭৮

সেদিনের কথা ভাবো যেদিন হাশরের ময়দানে মা সন্তানকে ভুলে যাবে,সন্তান মাকে ভুলে যাবে সেদিন তোমার কি হবে?সেদিন তো তুমি মিসকিন হয়ে যাবে।

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ

যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যধাত্রী তার দুধের শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল; অথচ তারা মাতাল নয় বস্তুতঃ আল্লাহর আযাব সুকঠিন।

সুরা হাজ্জ২২:২

একটা মেয়েকে খুশি করার জন্য ১০১ টা নীল পদ্ম এনে দিতে চাও,ঢেউ থামাতে চাও,সাগরে পাড়ি দিতে চাও সাত সমুদ্র আর ১৩ নদী।কিন্তু তোমার নিঃশ্বাস যার ইচ্ছা দিন তোমার জীবন যার হাতের মুঠোয় সে মহান আল্লাহকে

খুশি করার ইচ্ছা কি তোমার জাগে না?তোমার যৌবন যার দান তার হুকুম এর বিরুদ্ধে কাটিয়ে দিচ্ছ যৌবনের দিনগুলো।

তোমাকে যখন বলা হয় তখন তুমি বলো এখন তো সময় মজা করার,যাক না কটা দিন!যৌবনের মাস্তি না করলে কি বুড়ো কালে করবো! কত হঠকারী সিদ্ধান্ত তোমার। যৌবনে গুরুত্বপূর্ণ সময় গুলো রেখেছো তোমার আমোদ প্রমোদের জন্য।আর বুড়ো কাল আল্লাহর জন্য একজন মুসলিম হিসাবে এর চেয়ে নিকৃষ্ট সিদ্ধান্ত আর কি হতে পারে।

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল? সুরা ইনফিতার ৮২:৬

প্রিয় বোন একদিন মৃত্যু চলে আসবে। জীবিত থেকে তুমি লাশ হয়ে যাবে।সুগন্ধির পরিবর্তে তোমাকে লাগানো হবে কাপূর। ধবধবে সাদা কাপড়ে তোমাকে মুড়ে দেয়া হবে।আজ হক কাল হোক পরপুরুষ থেকে তোমাকে আলাদা করা হবেই।ইচ্ছে না করলেও সাদা হিজাব গায়ে দিয়ে দুনিয়া থেকে যেতে হবে। তোমাকে ছেড়ে যেতে হবে প্রেমিক বন্ধু-বান্ধব পিতা মাতা আত্মীয়-স্বজনকে।তখন ঠিকই লজ্জার ভূষণ শোভা পাবে তোমার গায়ে। অথচ তোমার উচিত ছিল সারা জীবন লজ্জার মাঝে থাকা।

দুনিয়া থেকে যাচ্ছি চলে,
কাফনে ডেকে নিজের মুখ,
আফসোস মারার পরেই ফিরে এলো,
আমার শেষ লজ্জাটুকু!

তথ্য:উর্দু কবিতার অংশ।

বই:ভালোবাসা যিনা কারে কয়

তথ্য সংগ্রহকারী বইগুলো

১/ বই:ভালোবাসা যিনা কারে কয়

লেখক:জাকারিয়া মাসুদ

সন্দীপ প্রকাশনী।

২/ বই:বেলা ফুরাবার আগে

লেখক:আরিফ আজাদ,

সমকালীন প্রকাশনী।

৩/ বই:আকাশের ওপারে আকাশ

লষ্ট মডেষ্টি।

৪/ বই:মুক্ত বাতাসের খোঁজে

লষ্ট মডেষ্টি।

৫/ বই:সৌন্দর্য প্রদর্শন

লেখক:ইফতেখার শিহাব

সিজদা পাবলিকেশন

ইদরাতুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া বাংলাদেশের প্রকাশনী।

আয়াত: quraanshareef.org

হাদীস: ihadis.com